Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সোশ্যাল মিডিয়ার উপকারিতা ও অপকারিতা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রীনা আকতার

রোলঃ 228020697

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সোশ্যাল মিডিয়ার উপকারিতা ও অপকারিতা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রীনা আকতার

রোলঃ 228020697

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ সোশ্যাল মিডিয়ার উপকারিতা ও অপকারিতা ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রীনা আকতার, আইডিঃ 228020697 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সোশ্যাল মিডিয়ার উপকারিতা ও অপকারিতা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

রীনা আকতার

আইডিঃ 228020697

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

সারসংক্ষেপ:..5

❑ সোশ্যাল মিডিয়ায় হারাম ও ক্ষতিকর কার্যক্রমের কিছু উদাহরণ:....................................6

❑ সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়াদি শেয়ার করা: 7

সোশ্যাল মিডিয়ার সুবিধা:..9

ইসলাম প্রচার :..10

ইসলামিক জ্ঞানের প্রসার: 12

দাওয়া(ইসলামের দাওয়াত): 14

ইতিবাচক মূল্যবোধের প্রচার: 18

বিশ্বব্যাপী মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে সংযোগ স্থাপন: 19

যোগাযোগের মাধ্যম :...21

সময়ের স্বল্পতা : 23

তথ্য আদান প্রদান ও জ্ঞান অর্জন:...24

শিক্ষামূলক উপকরণ : 26

ব্যবসায়িক উপকরণ :..29

বিনোদন :..30

তথ্য আপডেট: 32

সত্যপন্থীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা : 34

সরকারি ও নিরাপত্তা এজেন্সিকে সাহায্য করা:...34

সামাজিক উন্নয়ন :...35

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন:...37

কর্মসংস্থানের সুযোগ : 38

গ্রুপ তৈরি:...39

সোশ্যাল মিডিয়ার অসুবিধা : 39

চোখের যিনা:..40
শয়তানের ফাঁদ:..44
বেহায়াপনা অশ্লীলতা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন:...46
পর্দাহীনতা ও তার পরিণতি:..48
সময়ের অপচয়: 50
আসক্তি:...53
নাস্তিক্যবাদ :..56
রিয়ার ঝুঁকি (দেখোবাজি): 61
শালীনতা ও গোপনীয়তার অভাব:..62
মানসিক চাপ:...63
মন্দ কনটেন্ট প্রচার :...63
গুজব ছড়ানো:..65
নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতায় জর্জরিত তরুণ সমাজ:...66
হ্যাকিং ও বিবিধ অসুবিধা:...70
সাইবার গুন্ডামি :...71
অসুস্থ প্রজন্ম: 72
করণীয়: 73
সর্তকতা অবলম্বন:..74
সামাজিক মাধ্যমে প্রাপ্তসংবাদের বিষয়ে সর্তকতা: 74
কাউকে ফলো করার পূর্বে তার সম্পর্কে ভালো করে জানা:.......................................74
আমাদের সন্তানকে বলতে পারি-...76
বিবিধ ও সতর্কতা: 77
সংযম ও ভারসাম্য অনুশীলন:..79
গঠনমূলক কথোপকথন প্রচার করা: 79
মিডিয়া ব্যবহারে আলেমদের ভূমিকা :...79

সারসংক্ষেপ:

যে মাধ্যমে নিত্যদিনের তথ্যাবলী খুব সহজে অল্প সময়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অসংখ্য মানুষের কাছে লিখিত বা ভিডিওর মাধ্যমে একই সময়ে পাঠানো যায় তাকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়া বলে।

এর মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর - পেশার মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ - দুঃখ আনন্দ - বেদনা বিভিন্ন খবরাদি একে অপরের কাছে আদান প্রদান করতে পারে অতি সহজেই।

গত কয়েক বছরে সোশ্যাল মিডিয়া অবিশ্বাস্যভাবে এগিয়ে চলেছে ,২০০৬ থেকে বর্তমান পর্যন্ত উন্নতির হার বেশ চওড়া ।এক্ষেত্রে ফেসবুক, ইউটিউব খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে

গুগল সূত্রমতে ,ভুয়া ও আসল মিলিয়ে বাংলাদেশে ফেসবুক ইউজার ১৬,৬৩,৬৮,১৪৯ হাজার জন যা এশিয়া মহাদেশের ৪ শতাংশের বেশি । উন্নত দেশ থেকে শুরু করে স্বল্পোন্নত দেশ সবাই সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষমতা কাজে লাগাচ্ছে ।

অধিকাংশ সামাজিক মাধ্যম বিনামূল্যে সেবা প্রদান করে থাকে। ব্যবহারকারী এখন তাদের মোবাইল ফোন ব্যবহার করে টুইটার , হোয়াটসঅ্যাপ, মাই স্পিচ প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেদের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত তৈরি, বন্ধু তৈরি , ব্যক্তিগতভাবে কথোপকথন সংরক্ষণ ,ছবি , ভিডিও এবং নিজের লেখা আদান প্রদান করছে সহজে অল্প সময়ের মধ্যে।

অপরদিকে সমাজে সোশ্যাল মিডিয়ার কিছুনেতিবাচক দিক ও রয়েছে । ইতিবাচক কিছু করা ,যা একজন ব্যবহারকারীর হাতে সমর্পিত । কিন্তু ইচ্ছাই বা অনিচ্ছায় সোশ্যাল মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব ব্যবহারকারীর উপরে আসে।

সামাজিক যোগাযোগের প্রতি যেমন যুবসমাজ বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা আসক্ত হয়ে পড়েছে, ফলে তাদের পড়ালেখায় দারুন বিঘ্ন ঘটেছে ।এমনকি কেউ কেউ বিপথে চলে গিয়ে বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে যাচ্ছে যার ধ্বংস অনিবার্য ।

‘সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম’ ব্যবহারের ইসলামি নির্দেশনা: যা জানা জরুরি সকলের

এ কথা অনস্বীকার্য যে, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বর্তমান সময়ে আধুনিক মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিরাট একটা অংশ দখল করে নিয়েছে। এর দ্বারা যেমন মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপকৃত হচ্ছে তেমনি নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

অনেক সময় এগুলোর মাধ্যম মানসিক অস্থিরতা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, দাম্পত্য কলহ, ধর্মীয় বাদানুবাদ, রাজনৈতিক সহিংসতা, অশ্লীলতা-বেহায়াপনা এবং আইন বিরোধী ও অপরাধ মূলক কার্যক্রম বাড়ছে। এর বিপরীতে অনেক মানুষ এগুলোকে লেখাপড়া, জ্ঞানার্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রচার-প্রসার, বিষয় ভিত্তিক কোর্স ও টিউটোরিয়াল, বিভিন্ন সমস্যা ও অসঙ্গতি দূরীকরণে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, ইসলাম প্রচার, বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে ব্যক্তিগত, রোগ-ব্যাধি, ইসলামি বা বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও পরামর্শ গ্রহণ, কল্যাণমুখী সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজে লাগাচ্ছে।
এর অর্থ হল, এসব সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোকিত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন দুটি দিক আছে। এখন ব্যবহারকারী কি আলোকিত পথে হাঁটবে না কি অন্ধকার অলিগলিতে ঘুরে নিজের ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসবে সেটা তার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু একজন আখিরাতের মুক্তিকামী মুসলিম হিসেবে আমাদের কিভাবে সেগুলো ব্যবহার করা উচিৎ?
উত্তর হল, অবশ্যই উপকারী ও কল্যাণকর কাজে এগুলো ব্যবহার করতে হবে। কোনভাবেই হারাম ও ক্ষতিকর কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

❑ সোশ্যাল মিডিয়ায় হারাম ও ক্ষতিকর কার্যক্রমের কিছু উদাহরণ:

- বেপর্দা নারীর ছবি আপলোড করা।
- অশ্লীলতার বিস্তার ঘটানো।
- স্বামী-স্ত্রীর একান্ত ব্যক্তিগত রোমান্স-খুনসুটির ছবি বা ভিডিও প্রকাশ করা।
- গোপন গুনাহের কাজ শেয়ার করা।
- কাউকে হেয় ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা বা কারো প্রতি অন্যায়ভাবে ঘৃণা ছড়ানো।
- শরিয়ত বহির্ভূত গিবত ও সমালোচনা করা।
- কাউকে গালাগালি, অপমান ও অপদস্ত করা।
- গর্ব-অহংকার প্রকাশ করা।
- কাউকে ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদান করা।

● নির্ভরযোগ্য উৎস ছাড়া ভুয়া তথ্য প্রচার করা বা কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ ও ভিত্তিহীন অভিযোগ আরোপ করা।

● ধর্মীয় বা রাজনৈতিক দাঙ্গা লাগানোর উদ্দেশ্যে উস্কানি মূলক তথ্য, ফেইক ছবি ইত্যাদি প্রচার করা।

● জাল-যঈফ হাদিস, বাতিল, কুসংস্কারপূর্ণ ও দলিল বহির্ভূত কথাবার্তা প্রচার।

● কারো একান্ত ব্যক্তিগত দোষত্রুটি ও গুনাহের কাজ সংক্রান্ত ছবি, ভিডিও বা স্ক্রিনশট শেয়ার করা।

● ক্ষতিকারক বা কুপ্রভাব সৃষ্টি করে এমন কন্টেন্ট প্রকাশ করা।

● আল্লাহ, রাসূল, ইসলাম বা ইসলামি বিধিবিধানকে কটাক্ষ ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। ঠিক একইভাবে অন্য ধর্মের দেবদেবীকে গালাগালি করা বা সেগুলোর প্রতি অশালীন বাক্য ব্যবহার করা ইত্যাদি।

এগুলো ইসলামের দৃষ্টিতে যেমন হারাম ও গুনাহের কাজ তেমনি সামাজিকভাবেও নিন্দনীয় আবার এগুলোর মধ্যে কিছু বিষয় দেশের ডিজিটাল আইনেও দণ্ডনীয় অপরাধও বটে।

❑ সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়াদি শেয়ার করা:

এ প্রসঙ্গে কিছু কথা -

সোশ্যাল মিডিয়ায় বিনা প্রয়োজনে ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়াদি, বাড়ির কোথায় কি আছে, ব্যক্তিগত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর তথ্য ইত্যাদি পোস্ট করা উচিত নয়। কারণ অনেক সময়ে এসব কারণে ফেতনা সৃষ্টি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, অনলাইনে সাইবার দুর্বৃত্তরা ফাঁদ পেতে বসে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করা হলে তা কাজে লাগিয়ে ক্ষতি করে বসতে পারে তারা। ফেসবুকে তাই কোনও কিছু শেয়ার করা আগে কিছুটা মেধা খাটাতে পারেন।
আর গুরুত্বপূর্ণ বা উপকারী নয় এমন বিষয় পোস্ট করা ইসলামের দৃষ্টিতে অনর্থক কাজ এবং অযথা সময়, শ্রম, অর্থ ও মেধা অপচয়ের শামিল। ইসলামের সৌন্দর্য হল, অযথা ও অনর্থক কার্যক্রম থেকে দূরে থাকা। যেমন:

✪ হাদিসে এসেছে, আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

"অনর্থক বিষয় পরিত্যাগ করা ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্যময় দিক।" (তিরমিযী-হাসান)

✪ তিনি আরও বলন,

احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ

"যে কাজে তোমার উপকার আছে তার প্রতি আগ্রহী হও।" (মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯৮)।

✪ ইসলামে অর্থ-সম্পদ, যৌবন ও সময়কে উপকারী কাজে লাগানো এবং অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব এসেছে। যেমন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন,

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

তোমরা পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিস আসার আগে গনিমতের অমূল্য সম্পদ মনে করো:

- ১) যৌবনকে বার্ধক্য আসার আগে।
- ২) সুস্থতাকে অসুস্থ হওয়ার আগে।
- ৩) সচ্ছলতাকে দরিদ্রতা আসার আগে।
- ৪) অবসর সময়কে ব্যস্ততা আসার আগে।
- ৫) এবং জীবনকে মৃত্যু আসার আগে।"

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৮ম খণ্ড, ৮ম অধ্যায় ১২৭ পৃষ্ঠা। আল্লামা আলবানি হাদিসটি সহীহ বলেছেন। দ্রষ্টব্য: সহিহুত তারগিব/৩৩৫৫)

যে সব পোস্টের মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হবে, সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি হবে, দুনিয়া বা আখিরাতের কাজে লাগবে, মানব সেবা, দেশের উন্নয়ন, চারিত্রিক উৎকর্ষতা ইত্যাদিতে অনুপ্রাণিত হবে এবং মন্দ পরিত্যাগে উৎসাহিত হবে সে সব বিষয়াদি প্রকাশ করায় দোষ নাই।

অনুরূপভাবে কমেন্ট, শেয়ার, ওয়াচ পার্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সতর্কতা জরুরি।
কারণ হয়ত একটি অসত্য কথা, গালাগালি, গিবত ও অপবাদ মূলক কমেন্টের কারণে আখিরাতে মহাবিপদের দিন আল্লাহর কাঠগড়ায় বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। আর একটি জাল হাদিস, সহিহ আকিদা বিরোধী কথা কিংবা খারাপ, অশ্লীল ও গুনাহের বিষয় শেয়ার করার কারণে কিয়ামত পর্যন্ত গুনাহে জারিয়া চালু হয়ে যাবে-যা মারা যাওয়ার পরও আমলনামায় জমতেই থাকবে। কারণ যত মানুষ আপনার শেয়ার কৃত পোস্ট থেকে ভুল তথ্য

শিখবে বা এ কারণে অন্যায় ও গুনাহে লিপ্ত হবে তার একটা গুনাহ আপনার আমলনামায় জমা হবে। সুতরাং সাধু সাবধান!

মূলত সোশ্যাল মিডিয়ার পেছনে আমাদের এত বেশি সময় অপচয় করা ও নেশার মত পেছনে লেগে থাকা উচিৎ নয় ,যে এ কারণে ইবাদত-বন্দেগিতে অলসতা সৃষ্টি হয়, বাবা-মা, ভাই-বোন ইত্যাদি রক্ত সম্পর্কীয় বন্ধন ও নিকটাত্মীয়দের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হয়, সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির-আজকার, ইসলামি জ্ঞানচর্চা এবং নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শন করা হয়। অন্যথায় তা দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের বিরাট আফসোসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

আল্লাহ ক্ষমা করুন।

এখানে আমি সমাজব্যবস্থায় সোশ্যাল মিডিয়ার সুবিধা ও অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

সোশ্যাল মিডিয়ার সুবিধা:

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়া। আমাদের কাজের দক্ষতা, শিক্ষা, যোগাযোগ ও বিনোদনের উপায়গুলোকে নতুন মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে।

যেহেতু ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের নাম, তাই জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া নতুন এই অংশেও ইসলামের বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে। প্রশ্ন জাগতে পারে, কোরআন-হাদিসে তো মিডিয়া ,ইন্টারনেট সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই, তাহলে সোশ্যাল মিডিয়া বা ইন্টারনেট ব্যবহারে তার বিধি-বিধান কিভাবে অনুসরণ করা হবে! এর উত্তর হলো মিডিয়া মূলত আমাদের দৈনন্দিনের মৌলিক কিছু কাজে প্রযুক্তির ছোঁয়া যোগ করেছে।

কিন্তু কাজগুলো হাজার বছর থেকেই মানুষ করে আসছে, মিডিয়া শুধু তার কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন করেছে, গতি এনেছে, সশরীরে না বের হয়ে ঘরে বসেই অনেক কাজ সহজ করেছে। তাই মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করলে ইসলামের বিধি-বিধান বের করা সম্ভব ও সহজ।

নিম্নে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কিছু ব্যবহার এবং বিধান ও সুবিধাতুলে ধরা হলো—

ইসলাম প্রচার :

এখন চলছে তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। বর্তমান পৃথিবীকে একবিংশ শতাব্দীর ‘গ্লোবাল ভিলেজ’ বা ‘বিশ্বগ্রাম’ বলা হয়, যার মূল চালিকাশক্তি হলো মিডিয়া। মানুষের চিন্তা, আচরণ, সংস্কৃতি এমনকি ধর্মীয় অনুশীলনেও মিডিয়ার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। তাই ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রেও মিডিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম।

পবিত্র কোরআন , হাদিসের বাণী ও শিক্ষা সমাজের প্রতিটি সেক্টরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। আধুনিক যুগে মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য সোশ্যাল মিডিয়াএকটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

ইসলাম শান্তির ধর্ম। এটি মানবতার কল্যাণ, ন্যায়বিচার ও সত্য প্রতিষ্ঠার বার্তা দেয়। এই মহৎ বার্তাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে হলে সময়োপযোগী ও কার্যকর মাধ্যম ব্যবহার করতে হয়। মিডিয়া এমনই এক আধুনিক মাধ্যম, যা ইসলাম প্রচারের পথকে আরও সুগম করেছে।

ইলেকট্রনিক মিডিয়া যেমন টেলিভিশন, রেডিও, ইউটিউব, ওয়েবসাইট ইত্যাদির মাধ্যমে সহজেই কোরআন, হাদিস, ইসলামি আলোচনা, ওয়াজ-মাহফিল ও বিভিন্ন ইসলামি অনুষ্ঠান প্রচার করা যায়। এতে ইসলাম সম্পর্কে মানুষ সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পায়।

সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব এ যুগে সবচেয়ে বেশি। ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক ইত্যাদি প্ল্যাটফর্মে ইসলামি স্কলার, দাঈ ও সাধারণ মুসলমানরাও ইসলামের শিক্ষা ও বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এক মিনিটের ভিডিও কিংবা ছোট একটি পোস্টের মাধ্যমে লাখো মানুষের হৃদয় স্পর্শ করা সম্ভব হচ্ছে।

মানুষকে আলোর পথ দেখাতে শেষ নবী হিসেবে পৃথিবীতে এসেছেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তাঁর প্রধান দায়িত্বই ছিল মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা এবং সমাজে ইসলামের মহান বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া।
আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

কাফেররা যেন আপনাকে আল্লাহর আয়াত থেকে বিমুখ না করে সেগুলো আপনার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর আপনি আপনার পালনকর্তার প্রতি দাওয়াত দিন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।.' (সুরা কাসাস: ৮৭
অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.-
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا

'হে নবী, আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি এবং আল্লাহর আদেশে তাঁর পথে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে।'
(আহজাব: ৪৪-৪৫)

মিডিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে জবাব দেওয়ার শক্তিশালী হাতিয়ার। আজও অনেকেই ইসলামকে সন্ত্রাস ও সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করে। মিডিয়ার সাহায্যে এই ভুল ধারণাগুলো তথ্যপ্রমাণসহ খণ্ডন করা যায় এবং ইসলামের শান্তিপূর্ণ ও মানবিক দিকগুলো তুলে ধরা যায়।

নতুন প্রজন্মকে ইসলামমুখী করতে মিডিয়া বড় ভূমিকা রাখতে পারে। তারা যেহেতু ডিজিটাল মিডিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই নাশিদ, ইসলামি গল্প, ভিডিও সিরিজ,সাহাবীদের জীবনীসহ ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা যায়।

তবে মনে রাখতে হবে, মিডিয়ার যেমন সুফল রয়েছে, তেমনি কুফলও রয়েছে। ইসলাম প্রচারে মিডিয়া ব্যবহার করতে হলে তা হতে হবে গঠনমূলক ও সঠিক পদ্ধতিতে। ভুল তথ্য, বিদ্বেষমূলক উপস্থাপনা বা বিভ্রান্তিকর দৃষ্টিভঙ্গি যেন ইসলাম প্রচারের নামে অপপ্রচার না হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

ইসলামিক জ্ঞানের প্রসার:

সোশ্যাল মিডিয়া হল মুসলমানদের জন্য একটি বিশেষ মাধ্যম যার দ্বারা তারা ইসলামিক শিক্ষা, কুরআনের আয়াত, হাদিস (নবী মুহাম্মদের বাণী ও কর্ম) এবং অনুপ্রেরণামূলক বার্তা শেয়ার করার সৌভাগ্য লাভ করে। এটি সঠিক তথ্য প্রচারের অনুমতি দেয় এবং মানুষকে তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে শিক্ষিত এবং স্মরণ করিয়ে দেওয়ার একটি মূলমাধ্যম।

বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আগমনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কর্তৃক প্রেরিত দ্বিনের প্রচার ও প্রসার। নবী করিম (সা.)-এর যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যুগে যুগে ইসলামের মনীষীরা এই গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে ধর্ম প্রচারে গণমাধ্যম ও প্রযুক্তির মাধ্যমে দাওয়াত মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

জ্ঞানচর্চায় উৎসাহিত করতে ইসলাম জ্ঞানার্জনকে ফরজ করেছে।
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,
জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২২৪)
জ্ঞান বিতরণ জ্ঞানীর দায়িত্ব ,আল্লাহ যাকে জ্ঞান দান করেছেন, তার দায়িত্ব জ্ঞান বিতরণ করা।

পবিত্র কোরআন ইরশাদ হয়েছে,
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

‘তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দ্বিন সম্পর্কে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয়।’ (সুরা : তাওবা , ১২২)
তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গুলোর সঠিক ব্যবহার করে আমরা ইসলামিক জ্ঞানের প্রসার করতে পারি যেমন-
ফেসবুক -
আধুনিক যোগাযোগ ও গণমাধ্যমের একটি বিষয় হলো ফেসবুক।এর মাধ্যমে বিভিন্ন সময় প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ও বার্তা আদান-প্রদান করা হয়। নতুন প্রজন্মের অন্যতম আকর্ষণ এই ফেসবুক। বর্তমানে এটি অত্যধিক জনপ্রিয় একটি প্রযুক্তি, যা উন্নত যোগাযোগ মাধ্যমে

পরিণত হয়েছে। মুসলমানরা যদি এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ভূমিকা রাখতে পারে, তাহলে এটি ইসলামিক জ্ঞানের প্রসার ও প্রচারে নতুন দিগন্তের সূচনা ঘটাবে।

মেইল -

নবী করিম (সা.)-এর যুগে দূরদেশে দাওয়াত প্রচারের মাধ্যম ছিল দূতের মাধ্যমে চিঠি প্রেরণ। এরপর পোস্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠির দ্বারা বিভিন্নভাবে মুসলমানরা দূরদেশে ইসলামের দাওয়াত প্রচার ও ইসলামিক জ্ঞানের প্রসার করেছেন। আমরা এখন তা মেইলের মাধ্যমে সহজে করতে পারি।

ইলেকট্রনিক মিডিয়া -

আধুনিক প্রযুক্তির আরেকটি দিগন্ত হলো স্যাটেলাইট চ্যানেল। এর মাধ্যমে একজন দাঈ সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান প্রচার ও প্রসারে এবং দাওয়াতে ভূমিকা রাখতে পারেন।

ইউটিউবে আপলোড -

একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তির আরেকটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হলো ইউটিউব। দাওয়াত প্রচার ও প্রসারে আধুনিক প্রযুক্তি সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে। ইন্টারনেটে বিভিন্ন ভিডিও আপলোড ও ডাউনলোড করার উল্লেখযোগ্য একটি ওয়েবসাইট হলো ইউটিউব, যেখানে একজন মুমিন ব্যক্তি ওলামায়ে কেরামের ওয়াজ নসিহা বা যেকোনো অডিও ও ভিডিও আপলোড করতে পারে।

উপরোক্তর মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে আমরা আমাদের ইসলামের যেকোনো বিষয়ে কুরআন, হাদিস ,তাফসীর ,ফিকহ বিষয়াদি ,মাসালা মাসায়েল সহ বিভিন্ন অনুপ্রেরণামূলক বার্তা নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট থেকে জ্ঞান আহরণ করতে পারি ও শেয়ার করে ইসলামী জ্ঞানের প্রচার প্রসার করতে পারি

দাওয়া(ইসলামের দাওয়াত):

আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে অল্প সময়ে কম কষ্টে অসংখ্য মানুষের নিকট দ্বীনি দাওয়াত দেওয়া খুব সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যে কোন বৈধ অসিলার মাধ্যমে ইসলামী দাওয়াত পৌঁছানো সম্ভব হয়, সেই অসিলায় ব্যবহার করা বৈধ। রেডিও, টিভি, ইন্টারনেটে শরিয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ড থাকলেও তা সম্পূর্ণ বিধর্মী ও পাপাচারীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিৎ নয়। যে অস্ত্র দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হচ্ছে, সেই অস্ত্র দিয়েই মোকাবেলা করা আমাদের উচিৎ। (ইবনে জিবরিন)

দাওয়াতে জড়িত হওয়ার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। যার মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য অমুসলিমদের আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। সঠিক তথ্য উপস্থাপন করে, ভুল ধারণার সমাধান করে এবং সম্মানজনক কথোপকথনে জড়িত থাকার মাধ্যমে হয়। মুসলমানরা ইসলামের বার্তা শেয়ার করার এবং ভুল বোঝাবুঝি দূর করার একটি মাধ্যম হিসেবে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে থাকে।

আল্লাহতালা কোরআনের এরশাদ করেন,

:وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আলাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত (সূরা ফুসসিলাত : ৩৩)

আলাহ তাআলা অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেন-

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

‘বলুন, ‘এটা আমার পথ। আমি জেনে-বুঝে আলাহর দিকে দাওয়াত দেই এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আলাহ পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই’ (সূরা ইউসুফ : ১০৮)।

নবী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম ইরশাদ করেন

فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ ۞:

আল্লাহর কসম। আলাহ যদি তোমার মাধ্যমে একজনকে হেদায়েত দেন তবে তা লাল উটের চেয়ে উত্তম (বুখারী)।

উল্লিখিত কোরআনের আয়াত ও হাদিসের আলোকে বলা যায়, প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য ইসলামের অমীয় বাণী সর্বত্র পৌঁছে দেয়া; আম্বিয়ায়ি কেরাম ও দীনের দাঈগণ যেভাবে স্ব স্ব যুগের প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করেছেন, ঠিক সেভাবেই আমাদের যুগের প্রচার মাধ্যমগুলো যথার্থরূপে ব্যবহার করা। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে সমকালে মানুষের জীবনযাপনের ধরন বদলেছে। অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধিত হয়েছে প্রযুক্তির সকল শাখায়। ফলে মানুষের ওপর সরাসরি ছাপ রাখার পদ্ধতিতেও পরিবর্তন এসেছে আমূল।

বিশ্বজুড়ে ভিন্নতা এসেছে দাওয়াত ও প্রচার কৌশলে। আগে দাঈগণ বাজারে, বিভিন্ন লোকসমাগম স্থলে গিয়ে মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতেন। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তির এই উৎকর্ষতার যুগে একজন দাঈ (আল্লাহর পথে আহ্বানকারী) ঘরে বসেই রেডিও, টিভি, সিডি, বই ও পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে দাওয়াত পৌঁছাতে পারেন কোটি কোটি মানুষের দুয়ারে। এটিকে সহজ ও গতিশীল করেছে আন্তর্জাতিক তথ্যবিনিময় মাধ্যম ইন্টারনেট।

প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মহান আল্লাহর বিধান মানুষের নিকট প্রচার করেছেন হযরত মুসা (আ:) এর যুগে সময় জাদুর প্রভাব ছিল অধিক মুসা (আ:) সে যুগের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ মুজেযা ব্যবহার করে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন ফলে অসংখ্য জাদুকর আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল।

হযরত ঈসা (আ:) এর সময়ে চিকিৎসা বিদ্যার ব্যবহার ছিল বেশী তাই তিনি আল্লাহ প্রদত্ত চিকিৎসা বিদ্যার ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বীনি দাওয়াত দিয়েছেন। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর তৎকালীন সময়ের প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বীনি দাওয়াত দিয়েছেন ,তখন কার সময়ে সাহিত্যের প্রভাব ছিল খুব বেশী তাই তিনি আরবী সাহিত্য ব্যবহার করে আল্লাহর সুমহান বানী মানুষের নিকট পৌছে দিয়েছেন।

সকল নবী রাসুল মানবজাতীর নিকট গিয়ে মহান প্রভূর পরিচয় তুলে ধরে ইসলামের পথে দাওয়াত দিয়েছেন। সৎকাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ প্রদান করাই ছিল নবী রাসুলদের

কাজ। সকল নবীই তার উম্মতকে তাওহীদ ও ইবাদতের আদেশ করেছেন এবং শিরক ও বিভিন্ন পাপকর্ম থেকে নিষেধ প্রদান করেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

সেসমস্ত লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রসূলের, যিনি উম্মী নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষনা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই নিজেদের উদ্দেশ্য সফলতা অর্জন করতে পেরেছে"।

(সূরা আরাফ-১৫৭)

দ্বীনি দাওয়াতের পদ্ধতি যুগ উপযোগী উন্নত মানের হওয়া দরকার। বর্তমান বিশ্বে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার জন্য হাতের মুঠো হয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে মোবাইল।

মোবাইলে ইসলাম বিষয়ক অ্যাপসমূহ,বিভিন্ন অনুবাদ,মাসয়ালা সহ বিভন্ন তথ্য সমূহ রেখে অন্যকে পড়ার সুযোগ করে দিয়ে দ্বীনি দাওয়াতের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আধুনিক প্রযুক্তিতে ইসলামী দাওয়াত প্রদান করা তথা সৎকাজের আদেশ প্রদান করা ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ প্রদান করা সকল মুসলমানের উপর অবশ্য কর্তব্য। উম্মতে মুহাম্মাদীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট হল দাওয়াত,আদেশ-নিষেধ,দ্বীন প্রতিষ্ঠা বা নসিহতের দায়িত্ব। এই দ্বীনি দাওয়াত যে ব্যক্তি পালন করবে সে সফলতা অর্জন করবে।
মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُو

“আর যেন তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হয়,যারা কল্যানের প্রতি আহবান করবে,ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দকাজ থেকে নিষেধ করবে আর তারাই সফলকাম”।

(সূরা ইমরান-১০৪)

দ্বীনি দাওয়াত দেওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তার আওতাধীন সকল ব্যক্তির উপর দাওয়াত দেওয়া আবশ্যক।

সকলকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রদান করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয়ের জন্য দাওয়াত দিবে।

কেননা রাসুল (সা: বলেন,

“তোমরা প্রত্যেকেই যিম্মাদার এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাজিত করা হবে”।

(বুখারী শরীফ)

মুসলিম অমুসলিম ব্যক্তিকে দাওয়াত দিলে মানুক বা নাই মানুক ফায়দা হোক বা না হোক নিজের ফায়দা হবে। অন্যের ঈমান আমল দোরস্ত করার কাজে সহযোগিতা করলে আল্লাহ নিজের আমাল দোরস্ত করে দেন।

রাসুল (সা:) বলেন,

“একজন বান্দা আরেক জন বান্দার সাহায্যে থাকলে আল্লাহ পাকও তার সাহায্যে থাকবেন। অন্যের ঈমান আমলের কাজে সাহায্য করলে আল্লাহ পাক নিজের ঈমান আমলের ফয়সালা করে দিবেন”।

(মুসলিম শরীফ)

ইতিবাচক মূল্যবোধের প্রচার:

সোশ্যাল মিডিয়া ইসলামিক মূল্যবোধ যেমন উদারতা, সমবেদনা, ন্যায়বিচার এবং সততার প্রচার করতে ব্যবহার করা যায়। এটি মুসলমানদের ভালকাজ, দাতব্য কাজ এবং সম্প্রদায়ের উদ্যোগগুলি প্রদর্শন করতে সক্ষম করে, যার ফলে অন্যদের অনুপ্রাণিত করে এবং ইসলামের একটি ইতিবাচকভাবের মূর্তি গড়ে তোলে।

ইসলামের শিক্ষাই হলো নৈতিকতা ও মূল্যবোধ। হাদিস শরিফে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,
'যার আমানতদারি নেই, যার কাছে নিরাপত্তা নেই, সে ইমানদার নয়। যার ওয়াদা ঠিক নেই, তার কোনো ধর্মই নেই।'
(মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ১২৩২৪, বায়হাকি: ৬: ৩৮৮, ইবনে হিব্বান: ৪১: ৪৭)।

ইসলামে নীতি ও নৈতিকতা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নীতিবান মানুষের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে বিশেষ পুরস্কার। নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ অর্জনের মাধ্যমে মানুষ মহান আল্লাহর কাছে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হতে পারে। তাদের মহান আল্লাহ এতই ভালোবাসেন যে, তাদের দিনের বেলায় রোজা ও রাত জেগে তাহাজ্জুদ আদায়কারীদের সমপরিমাণ মর্যাদা দান করেন।
আয়েশা (রা.) বলেন,আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি,
নিশ্চয়ই মুমিন তার ভালো চরিত্রের মাধ্যমে (দিনের) সাওম পালনকারী ও (রাতের) তাহাজ্জুদ আদায়কারীর সমান মর্যাদা লাভ করতে পারে।
(আবু দাউদ : ৪৭৯৮)।

সততা হলো নিজের কাছে সৎ থাকা, নৈতিকতা হলো নিজে দায়মুক্ত থাকা; মূল্যবোধ হলো মানুষ আমার কাছে যা আশা করে তার চেয়ে ভালো কিছু করা। শত্রুর সঙ্গেও মিত্রতা করা। এর পেছনে মূল চালিকাশক্তি হলো বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসা। এ সবই হলো ধর্মের মূল দর্শন। একজন ইমানদার বা বিশ্বাসী মানুষ মানে একজন সৎ মানুষ, একজন উন্নত মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষই প্রকৃত ধার্মিক মানুষ। তাই প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য সততা ও পবিত্রতার চর্চা শুরু করতে আমরা মিডিয়ার যথাযথ সঠিক ব্যবহার করেও উপকৃত হতে পারি।

বিশ্বব্যাপী মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে সংযোগ স্থাপন:

সোশ্যাল মিডিয়া বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের সংযোগ করার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার এবং একে অপরকে সমর্থন করার সুযোগ দেয়। এটি ব্যক্তিদের ইসলামী সম্প্রদায়ের পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ এবং নেতাদের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়, তাদের জ্ঞানকে প্রসারিত করে এবং ঐক্যের বোধ জাগিয়ে তোলে।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফরমগুলোর মাধ্যমে আমরা আমাদের মতামত, ছবি, ভিডিও শেয়ার করতে পারি এবং বিভিন্ন কমিউনিটির সঙ্গে যুক্ত হতে পারি। এটা দ্বিন প্রচারেও সহায়ক হয়। কিন্তু এর অপব্যবহারের মাধ্যমে অনেকে আবার বিপথেও চলে যায়। অনেকে আবার এসব প্ল্যাটফরম থেকে সহজে উপার্জনের আশায় হারাম পন্থা অবলম্বন করে। এমনকি অশ্লীলতা পর্যন্ত ছড়ায়।
অথচ আল্লাহ বলেছেন,
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

'নিশ্চয়ই যারা এটা পছন্দ করে যে মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।'
(সুরা : নুর, আয়াত : ১৯)

ভুল সংশোধনে ইখলাস থাকা উচিৎ। উচিৎ গঠনমূলক সমালোচনা করা। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের সংযোগ স্থাপনে আমাদের উচিৎ সমালোচনায় কোন ব্যক্তি বা জামায়াতের নাম না নেওয়া। এর ফলে শয়তান মুসলিমদের মাঝে বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টি করার সুযোগ পাবে না এবং সমালোচিত ব্যক্তি ভুল শুধরে নেওয়ার প্রয়াস পাবে। মুমিনদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যা পবিত্র কোরআনুল কারীমে
মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন -

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

যারা কোনো পাপ কাজ করে ফেললে কিংবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আল্লাহ ছাড়া গুনাহসমূহের ক্ষমাকারী কে-ই বা আছে এবং তারা জেনে শুনে নিজেদের (পাপ) কাজের পুনরাবৃত্তি করে না।

(সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৫)।

মিডিয়া য় ইসলামী দাওয়াতি উদ্দেশ্যে বা ইসলাম প্রচারে কোন বিভ্রান্তি দেখা দিলে তা সংশোধনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পদ্ধতি ব্যবহার করতেন তা আমাদের অনুসরণ করা উচিত-

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) এর নিকট কোন ব্যক্তির ব্যাপারে কোন অভিযোগ এলে তিনি (নাম নিয়ে) বলতেন না যে, "অমুকের কি হয়েছে?" বরং তিনি বলতেন, "লোকেদের কি হয়েছে যে, তারা এই এই বলে।"

(আবু দাউদ)

আনাস (রঃ) বলেন,

রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "লোকেদের কি হয়েছে যে, তারা নামাজের মধ্যে আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলছে? এ ব্যাপারে তিনি কঠোর বক্তব্য রাখলেন, এমনকি তিনি বললেন, তারা যেন অবশ্যই এ কাজ থেকে বিরত থাকে, নচেৎ অবশ্যই তাদের দৃষ্টি শক্তি ছিনিয়ে নেওয়া হবে। (বুখারি)

"লোকেদের কি হয়েছে যে, তারা এই এই বলে। শোন! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করি, তার ভয় অন্তরে তোমাদের চেয়ে বেশী রাখি। কিন্তু আমি (নফল) রোযা রাখি এবং রোযা ছেড়েও দিই, নামায পড়ি এবং নিদ্রাও যায়। আর নারীদের বিয়েও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নত হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।

(বুখারি- মুসলিম প্রমুখ)

এসব প্ল্যাটফর্মে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দিতে মুমিনদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

ভুল সংশোধনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপরোক্ত পদ্ধতি আমাদের অবলম্বন করা উচিত, এতে মুসলিমদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন ও মানবীয় মূল্যবোধ ফুটে ওঠে।

যোগাযোগের মাধ্যম :

বর্তমানে প্রযুক্তিনির্ভর পৃথিবীর অবস্থা তিন দশক আগেও এমন ছিল না। অথচ কম্পিউটারসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি আবিষ্কারের সব মৌল উপদান আমাদের আশপাশেই বিদ্যমান ছিল। সময়, প্রয়োজন ও চাহিদার আলোকে এসব আবিষ্কার দৃশ্যমান হয়েছে। সময় ও যুগের চাহিদায় প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রিক মিডিয়া বিকশিত হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে প্রচলিত তথ্যবিপ্লবের ধারণা সম্পূর্ণ পালটে গেছে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর সব প্রান্তের মানুষকে একটি যোগাযোগ প্ল্যাটফরমে নিয়ে আসার বিস্ময়কর সময় মানুষ অতিক্রম করছে। শক্তিশালী এই প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে কোনো একটি সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়।

সোশ্যাল মিডিয়া যোগাযোগের জন্য একটি শক্তিশালী মাধ্যম ।এর প্রথম এবং মূল সুবিধাই হচ্ছে কানেক্টিভিটি।

মানুষ যে কোন জায়গায় থেকে যেকোনো কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারে কোন স্থান বা ধর্ম বাধা হতে পারে না।

সোশ্যাল মিডিয়া সৌন্দর্য হচ্ছে শেখানোর জন্য বা নিজের চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যেকোনো মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারা যায়।

এর মাধ্যমে আমরা বন্ধু পরিবার এবং সহকর্মীদের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারি দীর্ঘদিন পর কোন পুরনো বন্ধুকে খুঁজে পাওয়া কিংবা দূরের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব।

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দ্রুত সময়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যথাস্থানে পৌঁছাতে পারে ,সুষ্ঠু জীবনধারণের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার অপরিহার্য ।

বর্তমান বিশ্বকে বিশ্ব গ্রামে পরিণত করেছে সোশ্যাল মিডিয়া ।আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর পূর্বে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মোবাইল ফোনের ব্যবহার হলেও বর্তমান মোট জনসংখ্যার ৮৭ শতাংশ যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মোবাইল ফোন বা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে আসছে।

ধনী ও সৌখিন পরিবারে শুরুর দিকে যোগাযোগের মাধ্যমে হিসেবে মোবাইল ফোনের ব্যবহার দেখা যেত ,কিন্তু বর্তমানে শিল্পপতি থেকে শুরু করে রিক্সা চালক , অপ্রাপ্ত- প্রাপ্তবয়স্ক,

এমনকি বৃদ্ধরা পর্যন্ত সবাই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করছে যোগাযোগের সবচেয়ে সহজ ও দ্রুততম মাধ্যম হিসেবে ।

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা সারা বিশ্বের মানুষের সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ করতে পারি। ই-মেইল, সোশ্যাল মিডিয়া, মেসেজিং অ্যাপস এবং ভিডিও কলের মাধ্যমে আমরা বন্ধুবান্ধব, পরিবার ও সহকর্মীদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারি। অনেকে এর অপব্যবহার করে বিভিন্ন হারাম সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে যায়, যা ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ। ইন্টারনেটনির্ভর যোগাযোগে যিনার গুনাহের পথ খুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, আবু হুরায়রা (রা.) বলেন,
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,
চোখের ব্যভিচার হলো (বেগানা নারীকে) দেখা, জিহ্বার ব্যভিচার হলো (তার সঙ্গে) কথা বলা (যৌন উদ্দীপ্ত কথা বলা)।
(বুখারি, হাদিস : ৬২৪৩)

যার দুটিই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সম্ভব। তাই মুমিনের উচিত মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ ধরনের পাপ থেকে সতর্ক থাকা। মিডিয়া যোগাযোগ ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে ইসলাম বাণী পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ফিকির করা।

ইসলামের কেন্দ্রে রয়েছে এর যোগাযোগ ব্যবস্থা।পৃথিবীব্যাপী ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ার মূলে যোগাযোগ একটি অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে।

ইসলামের মৌলিক নীতিসমূহের প্রধান উৎস কোরআন ও হাদিস ছাড়াও ইজমা ইজতিহাদ যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম উপাদান। একটি সম্প্রদায় থেকে বৃহৎ জাতি গঠনে সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় ইসলাম মৌখিক পদ্ধতি থেকে লিখিত পদ্ধতির যোগাযোগে অভ্যস্ত হয়ে পরে । আজ অব্দি ইসলাম প্রচারের জন্য ইসলামের নির্দেশিত ও প্রতিষ্ঠিত যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম অত্যন্ত সফলভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মিডিয়ার উপযুক্ত ব্যবহার করেও ইসলাম প্রচারের এ কাজ আরো সফলভাবে এগিয়ে নেয়া সম্ভব।

সময়ের স্বল্পতা :

দুনিয়ায় দেওয়া আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামতের একটি হলো সময়। কোরআন-হাদিসের বিভিন্ন স্থানে এ নেয়ামতের যথার্থ মূল্যায়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেননা, সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা ছাড়া মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্ভব নয়।

সময় স্বল্পতার কারণে আজকের দিনে সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। অল্প সময়ের মধ্যে আমরা আমাদের প্রায় যে কোন প্রয়োজনাদি পূরণ করতে পারি । কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই যোগাযোগ করা ,তথ্য আদান-প্রদান করা বিশ্বের যে কেউ যেকোনো জায়গা থেকে তা মুহূর্তের মধ্যে সম্ভব!

মিডিয়া ব্যবহার করে একটি কোম্পানির সময়সহ, যাতায়াত খরচ কমিয়ে দিতে পারে। এখন মিটিং এর জন্য কোম্পানির কর্মকর্তাদের আর বিভিন্ন শাখা অফিসে দৌড়াতে হয় না। টেলি কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে খুব সহজেই সবার অংশগ্রহনে মিটিং করা যায়। এর ফলে শুধু যাতায়াত খরচ না, মিটিং এর আয়োজন করতে যেসব খরচ হয়ে থাকে সেগুলোও হবে না।

মিডিয়া ব্যবহার করে কোম্পানির প্রশিক্ষকরা তাদের দূরবর্তী অফিসে থাকা কর্মীদের সহজেই প্রশিক্ষণ দিতে পারছে। যে কোন সমস্যার দ্রুত সমাধান দিয়ে দিচ্ছে। যার ফলে কোম্পানির উৎপাদনশীলতা বেড়ে যাচ্ছে। আর উৎপাদনশীলতা কোম্পানির খরচ কমাতে ভূমিকা রাখে।

আল্লাহতায়ালা সময় বোঝানোর জন্য কোরআনে কারিমে অনেক প্রতিশব্দ ব্যবহার করে এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।
ইরশাদ হয়েছে,

‘তিনি সূর্যকে করেছেন তেজোদ্দীপ্ত, আর চন্দ্রকে করেছেন আলোকময়। আর তার (হ্রাস-বৃদ্ধির) মনজিলগুলো সঠিকভাবে নির্ধারণ করেছেন, যাতে তোমরা (এ নিয়ম দ্বারা) বছরের গণনা এবং দিন তারিখের হিসাব জানতে পার; (আসলে) আল্লাহতায়ালা যে এসব কিছু সৃষ্টি করে রেখেছেন (তার) কোনোটাই তিনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি; যারা (সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে) জানতে চায় তাদের জন্য আল্লাহতায়ালা তার নির্দেশগুলোকে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেন।’ সময় ও জীবন আল্লাহর দান। সময়ের ইতিবাচক ব্যবহারই জীবনের সফলতা। সময়ের অপচয় ও অপব্যবহার জীবনের ব্যর্থতা।

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে খুব কম সময়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকি । এতে আমাদের প্রচুর সময়ের সাশ্রয় হয় বিধায় আমরা সময়কে ইতিবাচক কাজে ব্যয় করতে পারি।

জুম বা মাইক্রোসফ্ট টিমের মতো প্ল্যাটফর্মগুলি দূরবর্তী মিটিং করার সুযোগ দেয়, ভ্রমণের সময় বাঁচায়।
ই-কমার্স অনলাইনে কেনাকাটা করলে দোকানে যাওয়ার তুলনায় সময় সাশ্রয় হয়।

প্রযুক্তিগত প্রবণতা বৃদ্ধির ফলে মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে এখন পেশাগত এবং পারিবারিক জীবনের মধ্যে ব্যবধান কমে আসছে। এটিকে এখন আর নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে না। অন্যদিকে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়েও এর ইতিবাচক ফল পাওয়া যাচ্ছে।
প্রযুক্তি আমাদেরকে আজ কোথায় নিয়ে গিয়েছে? কোথাই নেই প্রযুক্তি? প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় সোশ্যাল মিডিয়ার সুফল বর্ণনাতীত,ভাবতেও অবাক লাগে!

সামগ্রিকভাবে, মিডিয়া দ্রুত যোগাযোগ এবং তথ্যে অ্যাক্সেস সক্ষম করে, যা ব্যক্তিগত এবং পেশাদার প্রেক্ষাপটে উল্লেখযোগ্য সময় সাশ্রয় করে।

তথ্য আদান প্রদান ও জ্ঞান অর্জন:

সোশ্যাল মিডিয়ার মূল সুবিধা হচ্ছে তথ্য আদান-প্রদান ও জ্ঞান অর্জন করতে পারা ।সব সময় তথ্য আপডেট পাওয়া যায়।
অনেক সময় প্রিন্ট মিডিয়া এবং টিভি চ্যানেল পক্ষপাত মূলক আচরণ করে থাকে। তাই আসল তথ্য পেতে সোশ্যাল মিডিয়া অনেক বড় ভূমিকা রাখে ।সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সঠিক তথ্য উদঘাটন করা যায় বা বিভিন্ন গণমাধ্যম ব্যবহার করে সঠিক তথ্য আদান প্রদান করা সম্ভব হয়।

সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত কোনো তথ্য যাচাই-বাচাই ছাড়া গ্রহণ করা এবং তা অন্যের কাছে প্রচার করা হতে বিরত থাকতে হবে।তাহলে কেউ অপপ্রচার চালিয়ে স্বার্থোদ্ধার করতে পারবে না।
কোনো তথ্যের সত্যতা যাচাই না করে গ্রহণ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
‘হে মুমিনরা! যদি কোনো পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে তবে তোমরা তা যাচাই করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।’
(সুরা : হুজুরাত, আয়াত : ৬)

মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা যেকোনো বিষয়ে দ্রুত তথ্য ও জ্ঞান অর্জন করতে পারি। অনলাইন এনসাইক্লোপিডিয়া, গবেষণাপত্র, ব্লগ ও ফোরামের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারি।

জ্ঞানার্জন ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ কাজ। পবিত্র কোরআন-হাদিসে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে বহু আয়াত ও হাদিস রয়েছে। কিন্তু জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে অবশ্যই নিয়ত পরিশুদ্ধ থাকতে হবে। নবীজি (সা.) বলেছেন, তোমরা এই উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করো না যে এর মাধ্যমে আলেমদের সঙ্গে গর্ব করবে বা মূর্খদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হবে।
কিংবা মজলিসের অধিকর্তা হবে। যে এমন করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম।
(সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস : ৭৭)

মিডিয়া যেহেতু বিশাল তথ্যভাণ্ডার, তাই সেখানে বহু ধরনের তথ্য পাওয়া যাবে। কিছু উপকারে আসবে, আবার কিছু ঈমান-আকিদায় বিভ্রান্তির বিষও প্রবেশ করাতে পারে। তাই ধর্মীয় বিষয়ে মিডিয়া থেকে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে।

অবশ্যই বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে ধর্মীয় বিষয়গুলোর বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন ও বিভ্রান্তিকর তথ্যগুলো বর্জন করতে হবে। কোনো তথ্য পেলেই তা যাচাই-বাছাই করে নেওয়া মুমিনের দায়িত্ব, বিশেষ করে যদি ধর্মীয় বিষয় হয়, তাহলে তা অবশ্যই যাচাই করতে হবে। তথ্যটি কে দিয়েছে, তার মতাদর্শ ও তাকওয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছাড়া মিডিয়া থেকে নতুন কিছু পেলেই তা নিয়ে মাতামাতি করা উচিত নয়।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে,

“এই ইলমকে ধারণ করবে প্রত্যেক উত্তর-প্রজন্মের আস্থাভাজন শ্রেণি। তারা একে মুক্ত রাখবে সীমা লঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার থেকে এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে।”

(শরহু মুশকিলিল আছার, হাদিস : ৩৮৮৪)

সহিহ মুসলিমের ভূমিকায় বিখ্যাত তাবেঈ হজরত ইবনে সিরিন (রহ.)-এর উক্তি রয়েছে, যেখানে তিনি বলেন,
“ এই ইলম (কোরআন-সুন্নাহর ইলম) হচ্ছে দ্বিন। সুতরাং দেখে নাও, কার কাছ থেকে তোমরা তোমাদের দ্বিন গ্রহণ করছ।” (মুসলিম শরিফ)

তাই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ধর্মীয় বিষয়ে কোনো তথ্য ও জ্ঞান অর্জন করতে হলে অবশ্যই কোনো বিজ্ঞ ও মুত্তাকি আলেমের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে, কোনো নতুন বিষয় পেলে সে বিষয়ে বিজ্ঞদের থেকে যাচাই করে নিতে হবে।

শিক্ষামূলক উপকরণ :

সোশ্যাল মিডিয়া শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে আমূল পরিবর্তন। ছাত্র এবং শিক্ষকের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া র অনেক উপকারিতা রয়েছে।
সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত থেকে অভিজ্ঞ এবং পেশাদারের কাছ থেকে শিক্ষা নেয়া অনেক সহজ ।
ঘরে বসেই পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত থেকে যে কেউ অনলাইনের মাধ্যমে ক্লাস করা ,পরীক্ষা দেয়া ,বই সংগ্রহ করা ,বিভিন্ন তথ্য আদান-প্রদানসহ অগণিত সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে।

করোনা কালীন সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে ঘরে বসেই ছাত্ররা শিক্ষকদের সাথে তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে ।
ছাত্ররা একজন আরেকজনের থেকে খুব সহজে বিভিন্ন নোট, পিডিএফ ,ফাইল আদান প্রদান করে থাকে এ সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ।

ইসলামে শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো দীন ইসলামকে সঞ্জীবিত রাখা, ইবাদতের নিয়ম-কানুন জানা এবং সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সোশ্যাল মিডিয়াকে আমাদের যথাযত ব্যবহার করে কাজে লাগানো আবশ্যক। কারণ

শিক্ষা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনার পাশাপাশি হাদীসেরও সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই নিজেকে একজন শিক্ষক হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। এছাড়াও মহান আল্লাহ তাঁকে মানবজাতিকে কিতাব, হিকমত, উত্তম চরিত্র ইত্যাদি শিক্ষা দেয়ার জন্য রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন। তাঁর নবুয়তী জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে যেসব বাণী বিধৃত হয়েছে সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো।

আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

»طلب العلم فريضة على كلّ مسلم«

“জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলানের উপর ফরয বা অপরিহার্য।”[1]

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

»من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة«

“যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, মহান আল্লাহ তাদ্বারা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।”[2]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ ওহীযোগে আমাকে জানিয়েছেন-

“যে ব্যক্তি বিদ্যাশিক্ষার জন্য কোনো পথ ধরে, আমি তার জন্য বেহেশতের পথ সুগম করে দেই।”[3]

কাসীর ইবনে কায়েস বলেন, আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ

»من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنّة«

‘‘যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোনো পথ গ্রহণ করে, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতের একটি পথে পরিচালিত করেন।’’[4]

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

»مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ«

‘‘মহান আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তিনি তাকে দীনি গভীর ‘ইলম দান করেন।’’[5]

আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

»من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع«

‘‘যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, সে আল্লাহর পথেই চলতে থাকে, যতক্ষণ না ফিরে আসে।’’[6]

আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

»إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب«

‘‘পূর্ণিমার রাতে নক্ষত্রমালার উপর পূর্ণ চন্দ্রের যেরূপব মর্যাদা, আবিদের উপর আলিমের মর্যাদা ঠিক তদ্রূপ।’’[7]

(সংগৃহীত)

[1] .ইবনে মাজাহ্, সুনান, ১ম খণ্ড, কিবাতুল ইলম্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।।

[2] .আবূ বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন আল্-বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, ২য় খণ্ড, বাবু ফী তালাবিল ইলম, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৯৯০, পৃ. ২৬২।

[3] .বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

[4] .প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২।

[5] .বুখারী, সহীহ্, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ইলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

[6] .তিরমিযী, জামিউত্-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬। হাদীসটিকে কেউ হাসান বলেছেন, আবার কেউ দুর্বল বলেছেন। [সম্পাদক]

[7] প্রাগুক্ত ।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ইসলামিক জ্ঞানের একটি উৎস যেখানে অনেক পণ্ডিত এবং প্রতিষ্ঠান শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু প্রদান করে। মুসলিমরা ইসলামিক পণ্ডিতদের অনুসরণ করতে পারে। অনলাইন ক্লাসে যোগ দিতে পারে এবং ইসলাম সম্পর্কে তাদের বোঝাপড়া বাড়ানোর জন্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করার সহজ উপায় হল সোসাল মিডিয়া।

ব্যবসায়িক উপকরণ :

ব্যবসা প্রচার-প্রসার ও পণ্য বিক্রি বৃদ্ধির জন্য সোশ্যাল মিডিয়া একটি কার্যকরী মাধ্যম ।
সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন বিজ্ঞাপন থেকে মানুষ জানতে পারে কোন পণ্যের মান ,দাম ,ব্যবহার বিধি সহ অন্যান্য তত্ত্বাদি।
সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে পণ্যের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা উপকৃত হয়ে থাকে ।
মিডিয়া একটি বিজনেস কে যেমন শেষ করে দিতে পারে তেমনি আর একটা বিজনেসের বিক্রি বাড়াতে পারে সাথে সাথে সুখ্যাতি ও অর্জন করতে পারে ।
ব্যবসা অনলাইন হোক বা অফলাইন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবসায়ীকে আরো সম্ভাব্য গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করতে পারে ।
পুরো বিশ্ব ব্যবসায়ীদের জন্য উন্মুক্ত । তাই ব্যবসায়ীরা সবাই সবার কাছে প্রচার করতে পারে ।
মিডিয়া ব্যবসায়ীকে আরো সহজ ,লাভজনক ও সাশ্রয়ী হতে সাহায্য করে।

বর্তমানে ব্যবসা অফলাইন বা অনলাইন দুই ভাবেই হওয়াতে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সম্ভাব্য গ্রাহকের নিকট ব্যবসায়িক পণ্য অনেক বেশি পরিমাণে পৌঁছাতে পারে ।
যেহেতু গোটাবিশ্ব বিশ্বগ্রাম গ্রাহকের নিকট খোলা এতে সবার কাছে প্রমোশন করা যায়। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবসায়ের বিজনেসকে আওরও বেশি সমৃদ্ধ ও কম খরচ করতে সাহায্য করে।

আমাদের অনলাইনে কেনাকাটা, ব্যাংকিং এবং বিভিন্ন ব্যাবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ দেয়। ই-কমার্সের মাধ্যমে আমরা ঘরে বসেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে পারি। অনেকে এগুলোর আড়ালে প্রতারণার জাল পাতে। নিম্নমানের পণ্য কিংবা পণ্য না দিয়ে সরল মানুষদের সম্পদ হাতিয়ে নেয়, যা হারাম।
অথচ আল্লাহর রাসুল (সা.) ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

"প্রতারক ও ধোঁকাবাজদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।"
(তিরমিজি, হাদিস : ১৩১৫)
তাই এক্ষেত্রে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
অনেকে আবার মিডিয়ায় ব্যবসার নামে জুয়ার প্রচলন ঘটায়, উঠতি বয়সী ছেলেমেয়েদের অল্প পুঁজিতে বেশি রুজির প্রলোভন দেখিয়ে হারাম জুয়ায় লিপ্ত করে। অথচ এটাও ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। তাই সবদিক থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে সোসিয়াল মিডিয়া ব্যবহার করলে ব্যবসায় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

বিনোদন :

বর্তমানে ছোটদের থেকে শুরু করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত বিনোদনের বড় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে সোশ্যাল মিডিয়াকে ।
ঘরে বসে পুরো পৃথিবীর যেকোন জায়গার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে এবং বিভিন্ন অজানা বিষয়াদি সম্পর্কে জানতে পারে।
বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত হয় সোশ্যাল মিডিয়া।
এখানে চাইলেই ক্রিকেট, ফুটবল, পাবজি, ফ্রি ফায়ার, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমু, মেসেঞ্জার, টিকটক থেকে শুরু করে সময় কাটানোর নানা বিষয় হাজির মুহূর্তেই। এর

কতগুলো উপকারী, বাকিগুলো অপকারী। অভিযোগ রয়েছে, মিডিয়ার অবাধ ব্যবহারের ফলে অশ্লীলতা মহামারী আকারে ধারণ করেছে।
অথচ অশ্লীলতা প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না, নিশ্চয়ই তা অশ্লীল ও মন্দ পথ।'
(সুরা বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৩২)।

শুরুতেই বলা হয়েছে, বর্তমানে অবসর কাটানোর মাধ্যম আর বিনোদনের উপকরণগুলো মিডিয়া নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এই সময়টাতে অনেকে দুষ্টু বন্ধুর পাল্লায় পড়ে পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত হয়ে নানাবিধ অন্যায় কাজে জড়িয়ে যায়। যা কোনোভাবেই প্রত্যাশিত নয়।
আল্লাহতায়ালা বলেন,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

আপনি বলে দিনঃ আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায়-অত্যাচার আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোন, সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না ।
'সুরা আরাফ : ৩৩'

সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের বিনোদনের জন্য বিভিন্ন উপায় প্রদান করে। আমরা অনলাইনে মুভি, টিভি শো, মিউজিক, গেমস এবং অন্যান্য বিনোদনমূলক কনটেন্ট উপভোগ করতে পারি।
কিন্তু এ ক্ষেত্রে বড় সমস্যা হলো সোশ্যাল মিডিয়ার অসুস্থ বিনোদনই বেশির ভাগ মানুষকে টানে। যেগুলো পাপে উদ্বুদ্ধ করে এবং আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল করে। এর আসক্তি মানুষের শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ও ধর্মীয় জীবনে প্রভাব ফেলে। পবিত্র কোরআনে এসব অনর্থক কাজের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্যে অসার বাক্য ক্রয় করে এবং আল্লাহর প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে, তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।
(সুরা : লুকমান, আয়াত : ৬)

অনেক তাফসিরবিদের মতে, এখানে অসার বাক্য বলতে হারাম গান, বাদ্য ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। তাই মিডিয়া ব্যবহার করে বিনোদন গ্রহণের ক্ষেত্রে হারাম বিনোদনের ব্যাপারে সতর্ক থাকা মুমিনের দায়িত্ব।

তথ্য আপডেট:

অপপ্রচারকারীরা নামে বেনামে ইউটিউব চ্যানেল ,আইপি টিভি ,অনলাইন ,পোর্টাল সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গুলোতে বিভিন্ন পেজ ,গ্রুপ, ইভেন্ট খোলে যে যার ইচ্ছামত মনের মাদূরী মিশিয়ে নানা অপপ্রচার করে থাকে ।
তথাকথিত ব্রেকিং নিউজ এর নামে সকাল-বিকাল বিভিন্ন গুজব ছড়ায় । এই সমস্ত ভুল তথ্য থেকে মানুষ সঠিক তথ্যের আপডেট সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পেয়ে থাকে।

সমাজিক মাধ্যমে কেউ যদি কোনো বিষয়ে অপপ্রচার চালায় তাহলে উপযুক্ত দলিল-প্রমাণসহ সে বিষয়ে সঠিক তথ্য প্রচার করতে হবে। সত্য প্রকাশিত হলে মিথ্যা এমনিতেই অপসারিত হবে।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

‘বলো, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।’
(সুরা : আল-ইসরা, আয়াত : ৮১)

ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা সর্বশেষ খবর, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, স্পোর্টস আপডেট এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারি। অনেকে আবার এই খবরগুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকেই পেতে পছন্দ করি। অথচ এখানকার খবরগুলো অনেক ক্ষেত্রে গুজবও হয়।

কিন্তু আমরা না জেনেই সে গুজব ছড়ানোর কাজে অংশ গ্রহণ করে ফেলি। এতে নিজেদের ও সমাজের অনেক ক্ষতি করে ফেলি, বিশেষ করে জনমনে আতঙ্ক ছড়ায়—এমন কোনো তথ্য পেলে তা সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য কোনো সংস্থা থেকে নিশ্চিত না হয়ে প্রচার করা উচিত নয়।

এ কারণেই মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

'যখন তাদের নিকট নিরাপত্তার কিংবা ভয়ের কোনো সংবাদ আসে তখন তারা তা রটিয়ে দেয়। যদি তারা তা রাসুলের কিংবা তাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী (সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ) তাদের গোচরে আনত, তবে তাদের মধ্যে থেকে তথ্যানুসন্ধানীরা প্রকৃত তথ্য জেনে নিত। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর দয়া ও করুণা না থাকত তবে তোমাদের অল্পসংখ্যক ছাড়া সবাই শয়তানের অনুসরণ করত।'
(সুরা : নিসা, আয়াত : ৮৩)

এই আয়াতে গণমাধ্যমের খবর গ্রহণের ব্যাপারে মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে। কারণ মানুষ মিডিয়ায় এমন হাওয়ার খবর বেশি পায়, আবার সেখানেই এসব খবর খুব রসালো করে রটায়। যার ফলে অনেক সময় বহু অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির শিকার হতে হয়। ঈমানদার ব্যক্তিদের উচিত মিডিয়া থেকে খবর গ্রহণ ও শেয়ার করার আগে এই আয়াতের কথা বারবার স্মরণ করা।

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সব ধরনের ফিতনা ও গুনাহের কাজ থেকে বিতর থাকার তাওফিক দান করণ।

সত্যপন্থীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা :

সোশ্যাল মিডিয়া কমিউনিটি গড়তে বড় ভূমিকা পালন করে ।এনজিও,সমাজসেবা, দান ইত্যাদি কর্মকান্ড সোশ্যাল মিডিয়ার জোর প্রচারণা চালানো যায় ।
সত্যপন্থীরা বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে যদি ঐক্যবদ্ধভাবে অপপ্রচারকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তাহলে তারা কখনো অপপ্রচারের সাহস পাবে না, ইনশাআল্লাহ।
মহান আল্লাহ ঐক্যের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমুহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পারো।'
(সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১০৩)

সরকারি ও নিরাপত্তা এজেন্সিকে সাহায্য করা:

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সরকার এবং নিরাপত্তা এজেন্সি অপকর্মের উপর নজর রাখতে পারে এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হয়।
রাষ্ট্রীয় ও সমাজিকভাবে অপপ্রচারকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হলে কেউ সহজে অপপ্রচার করতে সাহস পেত না।
এ ক্ষেত্রে কোরআনে উল্লিখিত মহান আল্লাহর এ ঘোষণা থেকে আমরা দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতে পারি।
আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

'যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর সপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই নাফরমান।'
(সুরা : আন-নুর, আয়াত : ৪)

(সংগৃহীত)
[লেখক : প্রভাষক (আরবি),
রাজারভিটা ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসা,
চিলমারী, কুড়িগ্রাম।]

সামাজিক উন্নয়ন :

সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে সমাজ গঠনে বিরাট ভূমিকা পালন করে ।এনজিও ,সামাজিক পরিষেবা ,অনুদান , বিভিন্ন বড় বড় ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানসহ শিল্পপতিরা সমাজের যে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড করে থাকে তা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার প্রসার করা যায় জোরালোভাবে ।

মিডিয়া হলো একটি ব্রড ক্যাটেগরি, যা তথ্য এবং নতুন ধারণাগুলি সামাজিক সাধারণকে প্রদান করে। এটি বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেতে পারে, যেমন প্রিন্ট মিডিয়া (সামাচারপত্রিকা, ম্যাগাজিন, বই), ইলেকট্রনিক মিডিয়া (টেলিভিশন, রেডিও), ডিজিটাল মিডিয়া (ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়া), এবং ব্লগ এবং পডকাস্ট ইত্যাদি।

মিডিয়া সমাজকে প্রভাবিত করতে পারে নিম্নলিখিত কিছু উপায়ে:

তথ্য এবং সচেতনতা প্রদান: মিডিয়া মানুষের সাথে বিভিন্ন তথ্য এবং ঘটনা ভাগ করে। এটি সমাজে নতুন ঘটনা এবং বিষয়ের সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করে এবং লোকজনদের বিশেষজ্ঞতা এবং স্থায়িতার প্রতি আগ্রহ জাগৃত করে।

মতামত এবং আদর্শ নির্মাণ: মিডিয়া মানুষের মতামত এবং আদর্শ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেহেতু মিডিয়া প্রতিদিন আমাদের জীবনে অংশ নেয়, তার উপর কার্যকরী প্রভাব পড়তে পারে।

সমাজে পরিবর্তন এবং পরিস্থিতি নির্ধারণ করা: মিডিয়া সমাজে পরিবর্তন এবং পরিস্থিতির স্তর নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। সমাজে সামাজিক, রাজনীতি, ও আর্থিক পরিবর্তনে মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কার্যকরী প্রচার ও প্রচারণ: মিডিয়া বিভিন্ন প্রকারের সময়কে কার্যকরী প্রচার করতে সাহায্য করে এবং সামাজিক বা সাধারণ সমস্যা সম্পর্কিত সম্ভাব্য সমাধান উপলব্ধ করে।

মিডিয়া সামাজের সব দিকে প্রভাব ফেলা যেতে পারে, আর এই প্রভাব সামাজিক সাধারণের মতামত, সৃজনশীলতা, এবং সমাজের বিভিন্ন দিকে দেখা যেতে পারে।
এছাড়া দরিদ্রদের সহায়তা আদান প্রদান করার মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়া সচেতনতা তৈরি করে । জীবনযাত্রার মান উন্নত করে ।
এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করায় মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সৃজনশীল এবং উদ্ভাবনী চিন্তাধারা যোগ হয়।

মিডিয়া সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করে। এই সকল সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হয়ে জনসমাজে সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী হয়। এইভাবে প্রত্যেকটি সমস্যা তার সমাধানের পথ খুঁজে পায়। প্রতিটি সমস্যার সমাধান সমাজে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটায়।

মানবসম্পদ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, সামাজিক উন্নয়নএবং জাতীয়তাবাদকে সমুন্নত রাখতে মিডিয়ার মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান এবং সরকার ও মিডিয়ায় সহযোগিতামূলক অবস্থান একান্ত কাম্য।

সামাজিক মাধ্যমে অনেকে সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত তথ্য প্রকাশ করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে সত্যকে প্রকাশ করে এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য তুলে ধরে সবাইকে সচেতন করতে হবে।

কেউ মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে সচেতন জনগণকে ধোঁকা দিতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

'তোমরা সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ো না এবং জানা সত্ত্বেও সত্যকে তোমরা গোপন করো না।' (সুরা : আল-বাকারাহ, আয়াত : ৪২)

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন:

সোশ্যাল মিডিয়া সাংস্কৃতিক উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে আসছে নাচ, গান , নাটক বিভিন্ন সংস্কৃতি কর্মকাণ্ড সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষ উপভোগ করে থাকে।
সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধরে রাখা যায় ।এছাড়াও বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা যায়
সোশ্যাল মিডিয়া সাংস্কৃতিক উন্নয়নের একটি অন্যতম মাধ্যম। মিডিয়ার দ্বারা তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে মানুষ প্রচলিত সামাজিক বিষয় , নিয়ম - রীতি , সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। এই সকল বিষয়ে অবহিত হয়ে মানুষ সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারে।

ইসলামি মূল্যবোধের বিকাশে এবং ইসলামি সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিতে কার্যকরী উদ্যোগ নিতে পারে সোশ্যাল মিডিয়া।সোশ্যাল মিডিয়ায় এ ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের প্রতিভার বিকাশ ঘটে।

অপসংস্কৃতি রোধে ইসলামি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। শিশু-কিশোরদের মাঝে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে হবে। এজন্য সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বেশি করে ইসলামি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, হালাল বিনোদন, কোরানের প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য ও সৌন্দর্য বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরা উচিত ।

কর্মসংস্থানের সুযোগ :

সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম ,ফেসবুক গ্রুপ, এবং অন্যান্য ভিডিও বা ছবি, শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীদের রান্না , শিল্প, নকশা, শিক্ষা এবং আরো অনেক বিষয়ে নির্দেশনামূলক ভিডিও করে নতুন দক্ষতা শিখতে সক্ষম করে তুলে ।
নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে অনেকেই ঘরে বসে গৃহিণীরা রান্না , বিভিন্ন হাতের কাজ , শিল্প বিভিন্নভাবে নিজেরা নিজেদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে।

বর্তমান বিশ্বায়নের ফলে আজ ছোট্ট একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে পুরো বিশ্ব মিডিয়া ও প্রযুক্তির কল্যাণে। ফ্রিল্যান্সিংয়ের মতো বৈদাশিক মুদ্রা আয় ও কর্মসংস্থান তৈরির নতুন উৎস খুঁজে পেয়েছে বাংলাদেশের তরুণ শিক্ষিত বেকার সমাজ।

যেহেতু মিডিয়া ব্যবহার করে ঘরে বসেই ফ্রিল্যান্সিং করা যায়, তাই এই পেশাকে শহর থেকে বেরিয়ে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (দ্রুতগতির ইন্টারনেট এবং স্বল্পমূল্যে উন্নত মানের ল্যাপটপ) বৃদ্ধিতে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। তাতে গ্রামীণ শিক্ষার্থীরা ফ্রিল্যান্সিংয়ে যেমন অনুপ্রাণিত হবে, তেমনি নব উদ্যমে তাদের এই অংশগ্রহণে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে দেশ মুক্তি পাবে।

পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিংয়ে বিদ্যমান সমস্যাগুলো যেমন- গুণগত প্রশিক্ষণ, পেমেন্ট সিস্টেম সহজীকরণ, মিডিয়া ইন্টারনেট ও বিদ্যুৎ বিভ্রাট দূরীকরণ, ফ্রিল্যান্সিং কাজ ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার নামে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎকারীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ নিশ্চিত করতে পারলে ফ্রিল্যান্সিং সেক্টর হতে পারে দেশের সবচেয়ে বড় রেমিটেন্স আয়ের খাত। সৃষ্টি হতে পারে লাখ লাখ শিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থানের মাধ্যম।

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে উদ্যোক্তা হওয়া বর্তমানে একটি জনপ্রিয় প্রবণতা। অনেকেই মিডিয়ার ছোট ছোট ব্যবসা শুরু করে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছেন।

গ্রুপ তৈরি:

পৃথিবীতে যেহেতু নানান ধর্ম নানান বিশ্বাস আছে , মিডিয়া আমাদের নিজস্ব ধর্ম এবং মতাদর্শে যোগ দিতে এবং শিখতে সাহায্য করে থাকে ঠিক তেমনি ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন মতের গ্রুপে যোগ দেয়া যায় এবং সেই সম্পর্কিত আলোচনায় অংশ নেয়া যায় ।
ইসলামের সঠিক দিক নির্দেশনা সকালের সামনে তুলে ধরে মানুষকে দ্বীনের পথে আহবান করা যায়।

আমাদের সমস্যা বর্ণনা করে সে ব্যাপারে সাহায্য এবং দিক নির্দেশনা পেতে পারি আমরা এই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে।এই সহযোগিতা টাকার জন্য বা উপদেশের জন্য হতে পারে যা পেতে সাহায্য করবে আমাদের সমাজ।
এছাড়া গরিবদের জন্য সহায়তা মিডিয়ার মাধ্যমে করা যায়।

সোশ্যাল মিডিয়ার অসুবিধা :

ফেসবুকসহ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়া, বিভিন্ন গুজব ও অপবাদ ছড়ানো, মানুষের গোপন দোষ সমাজে ছড়িয়ে দেওয়াসহ আরও বিভিন্ন গোনাহের কাজ আছে- যা গোপনে, সমাজের লোকজনের চোখের আড়ালে অনলাইনের মাধ্যমে খুব সহজেই করা যায়।

বিশিষ্ট সাহাবি হজরত ছাওবান (রা.) বর্ণনা করেন, একদা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,
‘আমার উম্মতের এমন কিছু মানুষকে আমি জানি, যারা কিয়ামতের দিন তাহামা পর্বতের মতো সওয়াবের বিশাল স্তূপ নিয়ে উপস্থিত হবে।
কিন্তু আল্লাহতায়ালা তাদের এত বিশাল নেকির স্তূপকে ধুলিকণার মতো উড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন।
এ বর্ণনা শুনে অবাক হয়ে আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! দয়া করে তাদের পরিচয় আমার কাছে খোলে বলুন।

যেন, না জেনে, না বুঝে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না পড়ি।
তিনি ইরশাদ করলেন,

‘তারা তোমাদেরই সাথী-সঙ্গী, তোমাদেরই দলের লোক।
তারা রাত জেগে তোমাদের মতো ইবাদতও করবে। কিন্তু যখন তারা নির্জনে সুযোগ পাবে তখন আল্লাহর নিষিদ্ধ হারামে লিপ্ত হবে।
’ -সুনানে ইবনে মাজাহ ৪২৪৫

ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনের এ যুগে আলোচিত হাদিসে তাদের জন্য রয়েছে সতর্কবার্তা। বিশেষ করে যারা অফলাইনে দ্বীনদার, ধর্মপ্রাণ, পরহেজগার ও ধার্মিক হিসেবে পরিচিত তাদের জন্য।
আজ থেকে মাত্র এক দশক আগেও যখন মিডিয়ার সহজলভ্যতা ছিল না- তখন নির্জনে গোনাহ করার সুযোগ ছিল খুব সীমিত। বলতে গেলে তেমন কোনো গোনাহের সুযোগই ছিল না। কিন্তু যখন ইন্টারনেট এসে গেল, সেই সঙ্গে হাতে হাতে স্মার্টফোন পৌঁছে গেল- তখন পরিস্থিতি হয়ে গেল অত্যন্ত ভয়াবহ ও জটিল। নির্জনে গোনাহ করার এত নিরাপদ সুযোগ আগের যুগের মানুষ কল্পনাও করতে পারত না। ইন্টারনেট ও স্মার্টফোন মিলে যে অত্যাধুনিক অন্তর্জাল যুগের সৃষ্টি করেছে এবং দ্বীনদার, পরহেজগার মানুষগুলোকে যেভাবে গোনাহের জালে আটকে ফেলেছে সম্ভবত এ যুগের আধুনিক ইসলামপন্থি দ্বীনদারদের লক্ষ্য করেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন আজ থেকে দেড় হাজার পূর্বে।

চোখের যিনা:

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ফলে শুরুতেই আমরা ইসলামের যে নিষিদ্ধ বিষয়ের সাথে জড়িয়ে পরি তা হল দৃষ্টির খেয়ানত।
ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনাকাঙ্ক্ষিত অশ্লীল ছবি, ভিডিও ,পোস্ট চোখের সামনে এসে পড়ে বিদায় মানুষ চোখের যিনা গুনাহে লিপ্ত হয়ে পরে ,যা একজন মুমিনের মোটেই কাম্য নয়।
নফসের প্ররোচনায় মানুষ ঐ সমস্ত বিভিন্ন অশ্লীল বিষয়ে জড়িয়ে পরে চোখের যিনায় লিপ্ত থাকে।
এটা শয়তানের সবচেয়ে বড় ফাঁদ।
সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারে আমাদের প্রথম করণীয় হলো দৃষ্টি সংযত রাখা।
অনৈতিক কনটেন্ট দেখা বা অশ্লীল কোনো কিছুতে লিপ্ত হওয়া ইসলামি শরীয়তে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গর হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। (সূরা ,নূর ৩০,)

সুতরাং অনলাইনে সময় কাটানোর সময় আমাদের দৃষ্টির হেফাজত নিশ্চিত করতে হবে।

দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পুরুষরা যেমন আদিষ্ট তেমনিভাবে মহিলারাও। কোনো যুবক-যুবতী যদি চরিত্রহীন বা চরিত্রহীনা হয়ে থাকে তা হলে এর মূলে রয়েছে যত্রতত্র দৃষ্টি ক্ষেপন।

চোখ ও দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করা লজ্জাস্থানকে রক্ষা করার শামিল।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»غُضُّوْا أَبْصَارَكُمْ ، وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ«

“তোমাদের চোখ নিম্নগামী করো এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করো” ।[1]

হঠাৎ কোনো হারাম বস্তুর উপর চোখ পড়ে গেলে তা তড়িঘড়ি ফিরিয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয়বার কিংবা একদৃষ্টে ওদিকে তাকিয়ে থাকা যাবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

يَا عَلِيُّ! لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ، فَإِنَّ لَكَ الْأُوْلَى ، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

“হে ‘আলী! বার বার দৃষ্টি ক্ষেপণ করো না। কারণ, হঠাৎ দৃষ্টিতে তোমার কোনো দোষ নেই। তবে ইচ্ছাকৃত দ্বিতীয় দৃষ্টি অবশ্যই দোষের” ।[2]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম দৃষ্টিকে চোখের যিনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমনিভাবে কোনো ব্যক্তির হাত, পা, মুখ, কান, মনও ব্যভিচার করে থাকে। তবে মারাত্মক ব্যভিচার হচ্ছে লজ্জাস্থানের ব্যভিচার। যাকে বাস্তবার্থেই ব্যভিচার বলা হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْـمَنْطِقُ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلاَنِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْـمَشْيُ، وَالْفَمُ يَزْنِي فَزِنَاهُ الْقُبَلُ، وَالأُذُنُ زِنَاهَا الِاسْتِمَاعُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِيْ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُه«

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্য যিনার কিছু অংশ বরাদ্দ করে রেখেছেন। যা সে অবশ্যই করবে। চোখের যিনা হচ্ছে অবৈধভাবে কারোর দিকে দৃষ্টি ক্ষেপণ, মুখের যিনা হচ্ছে অশ্লীল কথোপকথন, হাতও ব্যভিচার করে, তবে তার ব্যভিচার হচ্ছে অবৈধভাবে কাউকে হাত দিয়ে ধরা, পাও ব্যভিচার করে। তবে তার ব্যভিচার হচ্ছে কোনো ব্যভিচার সংঘটনের জন্য রওয়ানা করা, মুখও ব্যভিচার করে। তবে তার ব্যভিচার হচ্ছে অবৈধভাবে কাউকে চুমু দেওয়া, কানের ব্যভিচার হচ্ছে অশ্লীল কথা শ্রবণ করা, মনও ব্যভিচারের কামনা-বাসনা করে। আর তখনই লজ্জাস্থান তা বাস্তবায়িত করে অথবা করে না”।[3]

দৃষ্টিই সকল অঘটনের মূল। কারণ, কোনো কিছু দেখার পরই তো তা মনে জাগে। মনে জাগলে তার প্রতি চিন্তা আসে। চিন্তা আসলে অন্তরে তাকে পাওয়ার কামনা-বাসনা জন্মে। কামনা-বাসনা জন্মিলে তাকে পাওয়ার খুব ইচ্ছে হয়। দীর্ঘ দিনের ইচ্ছে প্রতিজ্ঞার রূপ ধারণ করে। আর তখনই কোনো কর্ম সংঘটিত হয়। যদি পথিমধ্যে কোনো ধরনের বাধা না থাকে।

দৃষ্টির কুফল হচ্ছে আফসোস, ঊর্ধ্বশ্বাস ও অন্তরজ্বালা। কারণ, মানুষ যা চায় তার সবটুকু সে কখনোই পায় না। আর তখনই তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, দৃষ্টি হচ্ছে তীরের ন্যায়।
অন্তরকে নাড়া দিয়েই তা লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছায়। একেবারে শান্তভাবে নয়।
আরো আশ্চর্যের কাহিনী এই যে, দৃষ্টি অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। আর এ ক্ষতের ওপর অন্য ক্ষত (আবার তাকানো) সামান্যটুকু হলেও আরামপ্রদ। যার নিশ্চিত নিরাময় কখনোই সম্ভবপর নয়।

চোখের যেনার কারণেই মানুষ যৌনাঙ্গের হেফাজত করতে পারেনা এছাড়াও যৌনাঙ্গ রক্ষার পেছনে বাধা হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকেও গণ্য করা হয়-

যৌনকর্ম সম্পর্কীয় আলোচনা, গানের নেশা, খারাপ উপন্যাস ও খারাপ কবিতা পড়ার নেশা, শয়তানের কুমন্ত্রণার কাছে হার মানা, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ, দীর্ঘ আশা ও দুনিয়ার ভালোবাসা, নিয়ন্ত্রণহীন সুখভোগ এবং সন্তানদের প্রতি অভিভাবকদের লাগাতার অবহেলা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলা শুধু যৌনকর্মকেই হারাম করেননি, বরং তিনি এরই পাশাপাশি সব ধরনের অশ্লীলতাকেও হারাম করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٣﴾ [الاعراف: ٣٣]

"(হে মুহাম্মাদ) আপনি ঘোষণা করে দিন, নিশ্চয় আমার প্রভু হারাম করে দিয়েছেন প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল ধরনের অশ্লীলতা, পাপকর্ম, অন্যায় বিদ্রোহ, আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা; যে ব্যাপারে তিনি কোনো দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত কিছু বলা"।
[সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৩৩]

আল্লাহ তা'আলা যখন ব্যভিচারকর্মকে নিষেধ করে দিয়েছেন তখন তিনি সে সকল পথকেও নীতিগতভাবে রোধ করে দিয়েছেন যেগুলোর মাধ্যমে স্বভাবতঃ ব্যভিচারকর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা পুরুষ ও মহিলা উভয় জাতিকে লজ্জাস্থান হিফাযতের পূর্বে সর্বপ্রথম নিজ দৃষ্টিকে সংযত করতে আদেশ করেন। আর মিডিয়ায় দৃষ্টি সংযত করে এড়িয়ে চলা খুবই কঠিন।

শয়তানের ফাঁদ:

শয়তান মানুষের সামনে পাপ, অশালীন ও অশ্লীল কাজকর্মকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করে উপস্থাপন করে। ফলে মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘন্টার পর ঘন্টা তাদের নিজেদের মূল্যবান সময় বিনা কারণে ফেসবুক স্ক্রলিং ,ছবি ,ভিডিও সহ অশ্লীল কর্মকাণ্ডে নিজেদের অজান্তেই জড়িত হয়ে গুনাই লিপ্ত থাকে।

শয়তানের এই ভাষাকে মহান আল্লাহ উল্লেখ করে বলেন

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ,
أَجْمَعِيْنَ، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ-

'সে বলল, হে আমার পালনকর্তা। যেহেতু তুমি আমাকে বিপথগামী করলে, সেহেতু আমিও পৃথিবীতে তাদের নিকট পাপকর্মকে শোভনীয় করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব। তবে তাদের মধ্য থেকে তোমার নির্বাচিত বান্দারা ব্যতীত' (হিজর ১৫/৩৯-৪০)। অন্যত্র এসেছে,

শয়তান বিভিন্ন কায়দা-কৌশল ও ছলনা করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। সোশাল মিডিয়া ব্যবহারের সময় আমাদের এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত।

তবে শয়তানের কৌশল খুবই দুর্বল।

মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا -

'নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল একান্তই দুর্বল'
(নিসা ৪/৭৬)।

শয়তান মানুষের শত্রু। সে সর্বদা ফাঁদ পেতে বসে থাকে মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। শয়তান মানুষকে নানাভাবে ধোঁকা দেয়। কখনো মন্দ পথে, কখনো নেক সুরতে।

অনেক সময় আমরা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বিভিন্ন ইসলামিক কনটেন্ট বা আলেমদের ওয়াজ ,নসীহ মূলক ভিডিও পোস্ট দেখার উদ্দেশ্যে মিডিয়া ব্যবহার করি।ঐ অবস্থায় কখন যে শয়তান আমাদেরকে ধোঁকা দিয়ে নেক সুরতে অন্য কিছুতে মনোযোগী করে ,ফলে বাজে সময় ব্যয় করি গুনাহে লিপ্ত থাকি।

শয়তান মন্দ কাজ দৃষ্টিনন্দন করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে।

ইউসুফ (আঃ) যখন স্বপ্নে তার ভবিষ্যতের সফলতার ইঙ্গিত পেলেন তখন তার পিতা তাকে বললেন

قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِيْن -ٌ,

‘পিতা বললেন, ‘বৎস! তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা কর না। তাহ’লে ওরা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু’
(ইউসুফ ১২/৫)।

তাই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করার সময় আমাদেরকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে।

খোদাভীরু ব্যক্তি সর্বদা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে সতর্ক থাকে। যদি কখনো শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে যায় আল্লাহ তাআলা তাকে হেফাজত করেন।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

'যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদেরকে যখন শয়তানের পক্ষ হতে কোনও কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে, তখন তারা (আল্লাহকে) স্মরণ করে। ফলে তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়।
(সুরা আরাফ : ২০১)

বেহায়াপনা অশ্লীলতা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন:

বেহায়াপনা অর্থ নির্লজ্জতা যার হায়া নেই।
অশ্লীলতা' শব্দের আরবি প্রতিশব্দ হিসেবে পবিত্র কোরআনে 'ফাহশা' ও 'ফাহেশা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অভিধান মতে, অশ্লীলতা মানে কুৎসিত, জঘন্য, অশালীন, কুরুচিপূর্ণ ও কদর্য রুচি। সাধারণভাবে বলা যায়, লজ্জাহীনতা, রুচিহীনতা, অসুন্দর, অশোভন—এসবের সামষ্টিক রূপই হলো অশ্লীলতা।

অশ্লীল কাজ সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া অপরাধ। যা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ভয়াবহ আকারে ছড়ায়।
কারো গোপনীয় চরিত্র বা স্থিরচিত্র প্রকাশ করাও জঘন্যতম অশ্লীল কাজ।
পবিত্র কুরআনেইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

'যারা ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার পছন্দ করে, তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।'
(সুরা : নুর, আয়াত : ১৯)

রাসুলুল্লাহ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে,

" কিয়ামতের পূর্বক্ষণে নগ্নতা ও অশ্লীলতার ব্যাপক প্রচার ঘটবে।"

হাদিস শরিফে এসেছে,
নিশ্চয়ই এসব কিয়ামতের আলামত যে একসময় কৃপণতা ও অশ্লীলতা প্রকাশ পাবে। খিয়ানতকারীকে আমানতদার মনে করা হবে। আমানতদারকে খিয়ানতকারী মনে করা হবে। নারীদের নতুন নতুন পোশাকের উদ্ভব ঘটবে, যেগুলো পরিধান করে নারীরা বস্ত্রাবৃত হয়েও নগ্ন থাকবে।
নিকৃষ্ট লোকেরা অভিজাত লোকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে।
(তাবরানি আওসাত, হাদিস : ৭৪৮৯)

অন্য হাদিসে এসেছে, নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেছেন,
জাহান্নামিদের মধ্যে দুটি দলকে আমি দেখিনি। (কিয়ামতের আগে তাদের আবির্ভাব ঘটবে) এক দলের কাছে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে, সেগুলো দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করতে থাকবে। আরেক দল হলো, এমন সব নারী, যারা কাপড় পরিহিত হবে অথচ তারা প্রকৃত অর্থে নগ্ন থাকবে। তারা পুরুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইবে, নিজেরাও পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হবে

তাদের চুলের খোঁপা উটের চুট ও কুঁজের মতো একদিকে হেলে থাকবে। তারা জান্নাতে যাবে না। জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ বহুদূর থেকে পাওয়া যাবে।
(মুসলিম শরিফ : ৪/২১৯২)
এই হাদিসের শব্দদ্বয়ের কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে—

এক. এর অর্থ সেসব নারী আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্তা হবে, কিন্তু তারা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ থেকে বিরত থাকবে।

দুই. তারা কাপড় পরিহিতা হবে, কিন্তু নেক আমল, পরকালের ফিকর ও আল্লাহর আনুগত্য থেকে নিজেদের দূরে রাখবে।

তিন. সেসব নারী কাপড় পরিধান করেও সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য শরীরের কিছু অংশ খোলা রাখবে। ফলে তারা বস্ত্রাবৃত হয়েও নগ্ন থাকবে।

চার. তারা বাহ্যিক সৌন্দর্য ও অলংকারে মোড়ানো থাকবে, কিন্তু তাকওয়ার পোশাক বা মানসিকতায় নগ্ন থাকবে।

পাঁচ. তারা এতই পাতলা কাপড় পরিধান করবে যে দেহের অভ্যন্তরীণ অংশ দেখা যাবে। ফলে কাপড় পরিহিতা হয়েও তারা নগ্ন থাকবে।
(শরহে নববী : ১৭/১৯০-১৯১; মেরকাত : ৬/২৩০২)

মহান আল্লাহ আমাদের কুরআনুল কারীমে এ প্রসঙ্গে আদেশ করেছেন যে,

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ

أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো আছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।(সূরা নূর আয়াত ৩১)

পর্দাহীনতা ও তার পরিণতি:

সোশ্যাল মিডিয়ায় বেপর্দা ছবি ,ভিডিও, পোস্ট ,কনটেন্ট শেয়ার -আপলোড করা, অনৈতিক অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকা যার বাস্তবতা আজ আমাদের নখদর্পণে।

বন্ধুত্বের নামে গড়ে তুলছে অবৈধ সম্পর্ক। মিডিয়ার প্রভাবেই নারীরা আজ বর্জন করে চলেছে হিজাব-পর্দার শাশ্বত বিধান। মিডিয়ার প্রভাবেই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আমাদের চির-আদৃত, পূতপবিত্র জীবনধারার অনেক কিছুই।

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا

তোমরা তাঁর পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ। আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর কাছে এটা গুরুতর অপরাধ।

মূলত পর্দাহীনতার কারণে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা, অপকর্ম ও ব্যভিচারের মতো নিকৃষ্ট পাপের সূচনা হয়। যার কারণে ইভটিজিং, ধর্ষণ ও যৌন সন্ত্রাস প্রকট আকার ধারণ করে। ফলে নানা অঘটনসহ ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। যার বাস্তব চিত্র নিত্যদিনের সোশ্যাল মিডিয়ায় মারাত্মকভাবে চোখে পড়ে।

এছাড়াও সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার করে পর্দাহীনতার কারণে পরকিয়া ও চরিত্রহীনতার মতো ঘৃণিত কর্মের সূত্রপাত হয়। যার ফলে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস উঠে যায়। এতে পরিবারে অশান্তি ও বিপর্যয় নেমে আসে ।

মূলত পর্দাহীন নারীরা হচ্ছে জগতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট নারী। তাদের ব্যাপারে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সবচে নিকৃষ্ট তারাই যারা পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করে।
(বায়হাকী: ১৩২৫৬)

তাই আমরা বলতে পারি যে, সুসভ্য ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী নারী কিছুতেই পর্দাহীন হতে পারে না। এমনকী অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে রসূলুল্লাহ (রা.) তাদেরকে লা'নত দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করিম (সা.) লা'নত (অভিশাপ) দিয়েছেন সেসব নারীদেরকে যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে।
অর্থাৎ পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করে।
(আবু দাউদ: ৪০৯৭)

সোশাল মিডিয়ায় যেকোনোভাবে প্রদর্শন করা পর্দাহীনতার কারণে আল্লাহর বিধানকে অমান্য করা হয়। আর এ অবাধ্যতার কারণে আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লাম হাদীসে মূলত পর্দাহীনতার ভয়াবহ পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত করেই বলেছেন যে,
তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এমনকী জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।

এ বিষয়টি অন্যত্র আরো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক. পিতা-

মাতার অবাধ্যকারী। দুই. দাইয়ুস (অর্থাৎ এমন পুরুষ, যে তার অধীনস্ত নারীদেরকে পর্দায় রাখে না)। তিন. পুরুষের ন্যায় চলাফেরা করা নারী (অর্থাৎ বেপর্দা নারী)।
(মুসতাদরাকুল হাকিম: ২৪৪)

এ হাদীস থেকে পর্দাহীনতার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জানা যায় যে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি।
তাই জান্নাত প্রত্যাশী কোনো নারী কিছুতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি, ভিডিও শেয়ার আপলোড করে না,পর্দাহীন হতে পারে না। এ হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, যেসব পুরুষ তাদের অধীনস্ত নারীদের পর্দায় রাখার চেষ্টা করে না, তাদের জন্যও অনুরূপ পরিণতি।
সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের সময় আমাদেরকে এ বিষয়ে সর্বোচ্চ সচেতন হতে হবে।

সময়ের অপচয়:

জীবনে সময়ের গণনা মাত্র। সময়ের অপচয় করার অর্থ হলো জীবন অপচয় করা। ইসলাম অন্য সব কিছুর মতো সময় অপচয় করতে নিষেধ করে। যারা সময়ের মূল্য বুঝতে না পেরে তা অপচয় করে তাদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সতর্ক বাণী হচ্ছে,
‘দুটি নেয়ামত বা অনুগ্রহের ব্যাপারে বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত
-সুস্থতা ও অবসর।’
(সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৪১২)
পবিত্র কোরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

وَالْعَصْرِ

কসম যুগের (সময়ের),

إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ

নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত;

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের।
(সূরা আসর, আয়াত ১- ৩)

সময় জীবনের অমূল্য সম্পদ। রাসুলুল্লাহ (সা.) সময়কে সম্পদে রূপান্তর করার নির্দেশ দিয়েছেন।

অপ্রয়োজনীয় ভিডিও ,পোস্ট ,ছবি দেখে প্রচুর সময় নষ্ট করে মানুষ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে ।
বিনা কারণে ফেসবুক স্ক্রলিং করতে থাকে অনেকেই সময়ের দিকে না তাকিয়েই ।
ঘন্টার পর ঘন্টা বিভিন্ন অ্যাপস ,ইউটিউব, ফেসবুকে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে সময় নষ্ট করতে থাকে।

মানুষকে কর্মের স্বাধীনতা দেওয়া হলেও মানুষ জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে নয়। তার কর্মের যথাযথ ফল সে পাবে । আল্লাহ ছোট থেকে বড় হওয়ার সময় দিয়েছেন, সময়কে কিভাবে অতিবাহিত করেছি তার হিসাব আল্লাহকে দিতে হবে।

পার্থিব জীবন পরকালীন জীবনের পাথেয় সংগ্রহের ক্ষেত্র। তাই অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত হয়ে সময় অপচয়ের সুযোগ নেই। অপ্রয়োজনীয় ও গুরুত্বহীন কাজেও মানুষের বহু সময় নষ্ট হয়ে যায়। তাই ব্যক্তির প্রয়োজন একটি সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা। যাতে সে নিজের কাজগুলোর মূল্যায়ন করতে পারে।

উল্লিখিত সব কাজ মানুষ করে যখন তার আত্মনিয়ন্ত্রণ থাকে। আত্মনিয়ন্ত্রণ না থাকলে ব্যক্তি সময়ের সঠিক মূল্য দিতে পারে না। তাই ব্যক্তির উচিত আত্মনিয়ন্ত্রণ লাভের চেষ্টা করা। আত্মসংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ব্যক্তির ভেতর তখনই আসবে, যখন সে আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় পাবে। আল্লাহভীতি মানুষকে যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে মুক্তি দিতে পারে।

সময়ের অপচয় পুরোপুরি রোধ করা কঠিন। তবে তা অসম্ভব নয়। যে চেষ্টা করে সেই সফল হয়। চেষ্টাকারীর জন্য
মহান আল্লাহর সুসংবাদ হলো,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

‘যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদের অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে থাকেন।’

(সুরা আনকাবুত, আয়াত : ৬৯)
আল্লাহ সবাইকে সফল করুন।

সময় নিয়ে কুরআনে আল্লাহপাক অন্যত্রে বলেছেন :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

'সত্য অস্বীকারকারীদের এটা মনে করার কারণ নেই যে, আমি তাদের মঙ্গলের জন্যে অবকাশ দিয়ে রেখেছি। আসলে সময় দিয়েছি তাদের পাপের ঘট পূর্ণ হওয়ার জন্যে। তাদের জন্যেও রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'
(সূরা আল ইমরান ১৭৮)

আমাদের প্রিয় মহানবী হযরত মুহম্মাদ (সা:) নিজে সময়কে গুরুত্ব দিতেন এবং তাঁর উম্মতদেরকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে তাকিদ দিয়েছেন। প্রতিটি মানুষকে সময়ের হিসাব কিয়ামতের দিন দিতে হবে বলে তিনি সর্তক করে দিয়েছেন।
রাসূল (সা.) বলেছেন:
কিয়ামতের দিন কোন বান্দা চারটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত সামনে যেতে পারবে না।

সেই চারটি প্রশ্ন হলো-
সে তার জীবনকাল কোন কাজে ব্যয় করেছে, তার যৌবনকাল কোথায় ব্যয় করেছে, তার সম্পদ কোথা থেকে আয় করে কোথায় ব্যয় করেছে এবং তার অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী সে আমল করেছে কি না। এই চারটি বিষয়ই সময়ের সাথে সম্পর্কিত।
তাই সময়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়েই আমাদেরকে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবহার করতে হবে।

আসক্তি:

একটা সময় মানুষ একে অপরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতো। পরবর্তীতে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ শুরু হলো। চিঠিপত্রের যোগাযোগের বাধা দূরীকরণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হয় এবং সেখানে যোগাযোগের বিভিন্ন উপকরণ আবিষ্কার হয়। পরবর্তীতে সোশ্যাল মিডিয়া নামে এক মিডিয়ার আবিষ্কার ঘটে। এতে যোগাযোগের ব্যয় কমেছে, সময় বেঁচেছে এবং অল্প সময়ে দ্রুত গতিতে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।

বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া বলতে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, সাইবার ইত্যাদিকে বোঝায়। এর মধ্যে ফেসবুক জনপ্রিয়তার শীর্ষে আছে। শিশু থেকে বয়স্ক- সবাই এর প্রতি আসক্ত। দিনের শুরু হয় ফেসবুক দিয়ে এবং শেষও হয় ওই ফেসবুক দিয়েই। বর্তমানে যুব সমাজের মধ্যে মাদকের মতো বেড়েছে ফেসবুক আসক্তি।

অতিরিক্ত নোটিফিকেশন চেক করা এবং অযৌক্তিকভাবে স্ক্রোলিং করা, আসক্তি কর আচরণ তৈরি করে ,যা বাস্তব জীবনের সম্পর্ক এবং সুস্থতাকে ব্যাহত করে ।

অতিরিক্ত সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ফলে মানুষ আসক্ত হয়ে বিভিন্ন সমস্যায় ভোগে । মিডিয়ার নেশা খুব খারাপ হতে পারে এবং ব্যক্তিগত জীবন ধ্বংসের সম্মুখীন হতে পারে । বিশেষ করে টিনেজাররা খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে তারা খুব বাজেভাবে জড়িয়ে পড়ে এবং সমাজ থেকে আলাদা হয়ে যায়। এমনকি পরিবারের সাথেও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারে না। পরিবারের সদস্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার আসক্তে মত্ত থাকে।

ফেসবুকে কে কি পোস্ট দিয়েছে, কে কমেন্ট করছে, কে কি রিঅ্যাক্ট দিয়েছে- এসব দেখে দিনের সূচনা ঘটে। আবার কেউ কেউ সব কাজকর্ম ফেলে রাখে সারাদিন ফেসবুকে পড়ে থাকে। যেখানে অকার্যকর ভিডিও দেখে নষ্ট হচ্ছে মানুষের মূল্যবান সময়। এসব ভিডিও'র বেশিরভাগেই বিভ্রান্তমূলক তথ্য তুলে ধরা হয়, যা দেখে নারী-পুরুষের মধ্যে তৈরি হয় নতুন এক ভার্চুয়াল জগত। অনেকেই আবার এসব ভিডিও দেখার মাধ্যমে নিজেকে ভার্চুয়াল জগতের একজন মনে করেন। যখন তারা বাস্তব জীবনের সঙ্গে মিলাতে যান, তখন অনেক পার্থক্য দেখতে পান। ফলে নষ্ট হয় স্বাভাবিক মানসিকতা, পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক মর্যাদা।

যখন একজন ছেলে বা মেয়ে ফেসবুকে বিভিন্ন রিলস্ ভিডিও দেখেন, তার মধ্যে অন্যরকম উত্তেজনা কাজ করে ।সেই ভিডিও থেকে অনেকেই ভিডিও তৈরি করার আগ্রহ পায়। নিজের পড়াশোনা, কাজকর্ম সবকিছু বাদ রেখে এতে লেগে পড়ে। কয়েকদিন ভিডিও করার পর বুঝতে পারেন, আসলে এর তেমন কোনো মূল্য নেই। ততক্ষণে সময় নষ্ট হয়ে গেছে, অন্যরা তার থেকে এগিয়ে গেছে।

বন্ধু এবং সহপাঠীদের সাথে চ্যাট করে তাদের বেশিরভাগ সময় নষ্ট করে ।সোশ্যাল মিডিয়ার আসক্তির ফলে পড়ালেখায় ছাত্রছাত্রীদের দারুন বিঘ্ন ঘটেছে।

বর্তমানে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরা কোন বিষয়ে নিজে পড়াশোনা বা স্টাডি না করেই মোবাইল নির্ভর হয়ে পড়েছে।ফলে অভিজ্ঞতা ,কর্মদক্ষতা, উদ্ভাবনী শক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে।

মানুষই অনিয়ন্ত্রিত মিডিয়া ব্যবহার করে জীবন ধ্বংস করে। বহু উচ্চ শ্রেণির, মস্ত জ্ঞানী মানুষ কিন্তু মিডিয়া ব্যবহারে নিয়ম-কানুনে মনোযোগ না দিয়ে, অতিমাত্রায় ব্যবহার করে হতাশ হয়ে জীবনের প্রতি ঘৃণা জন্মে, আত্মহত্যা করে।

আল্লাহতায়ালা বলেন,

وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

‘আর তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না।’ সুরা আন নিসা : ২৯

কখনো আমরা চিন্তা করেছি কি? অতিমাত্রায় মিডিয়া ব্যবহার আসক্তিতে পরিণত হচ্ছে কি না? প্রযুক্তির দ্বারা আমরা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি কি না? অনেকেই নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে; নিজের আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা বেমালুম ভুলে গেছে।

আল্লাহতায়ালা বলেন,

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

‘যেদিন তাদের জিহবাগুলো, তাদের হাতগুলো ও তাদের পা গুলো তারা যা করত, সে ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।’

সুরা আন নুর : ২৪.

কোমলমতি ছোট শিশু দুনিয়ার নয়-ছয় বোঝার আগেই মমতাময়ী মা গান কিংবা কার্টুন দেখিয়ে তাকে খাবার খাওয়ান, তাকে ব্যস্ত রেখে অন্য কাজ করেন। তরুণ-তরুণীরা রাতভর ইন্টারনেটে সময় কাটান। আল্লাহতায়ালা বলেন,

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِين,১০ ,

كِرَامًا كَاتِبِين,১১ ,

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُون.১২ ,

‘আর নিশ্চয় তোমাদের ওপর সংরক্ষকরা (ফেরেশতা) রয়েছে। সম্মানিত লেখকরা। তারা জানে, যা তোমরা কর।’

(সুরা ইনফিতার : ১০-১২.)

রাস্তায় অনিয়ন্ত্রিত গাড়ির গতিরোধ করতে স্পিড ব্রেকার দেওয়া হয়। কিন্তু তারুণ্যের শক্তি বিপথে পরিচালিত করতে মরিয়া মিডিয়ার অপব্যবহারের গতিরোধ করতে নেই কোনো পরিকল্পনা। নামমাত্র পর্যবেক্ষণের কিছু মাধ্যম থাকলেও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাবে তা সবার কাছে পৌঁছায়নি। তবে যারা নিজেদের সংযত রাখেন তাদের সঙ্গে আল্লাহ আছেন।
আল্লাহতায়ালা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ۝

'নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল।'
(সুরা আন নাহল : ১২৮).

অনেক সময় সোশ্যাল মিডিয়া সন্দেহজনক কার্যকলাপের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। না বুঝে কিশোর-কিশোরীরা অনেক কিছু শেয়ার করে সাইবার বুলিংয়ের শিকার হয়।
অনলাইনে এমন কারো সাথে পরিচয় হয়েছে যাকে তারা চেনে না এবং পরিচয়ের পর তাকে নিয়ে কিশোর বা কিশোরীর মনে ভয় বা অস্বস্তি শুরু হয়েছে। কিন্তু পরিবারকে বলতে ভয় পাচ্ছে।
অনলাইনে নানা রকম বিজ্ঞাপন থাকে যেগুলো হয়তো তাদের রয়সের নয়। কিন্তু না বুঝে বা বুঝে তারা ক্লিক করে ফেলছে।
কোনো ওয়েবসাইটে ঢুকতে বয়স নিয়ে মিথ্যা লিখছে।
তাদের পরিচয়, কোথায় পড়ে, কোথায় থাকে সব কিছু পোস্ট করে দিচ্ছে। কখন কোথায় যাচ্ছে সেটার তথ্যও দিয়ে দিচ্ছে।
বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ ব্যবহারের কারণে কিশোর-কিশোরীরা কখন কোথায় অবস্থান করছে সেই অ্যাপ প্রকাশ করে দিচ্ছে। কেউ ক্ষতি করতে চাইলে সহজেই তার অবস্থান সম্পর্কে জেনে যাবে।
একবার সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু পোস্ট করলে বা কোনো মন্তব্য করলে সেটি আর মুছে ফেলা যায় না থেকে যায়। কিছু একটা ছোট বয়সে না বুঝে পোস্ট করেছে। কিন্তু পরবর্তিতে এটা অসুবিধার কারণ হতে পারে।
অনেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচুর সময় কাটায়। ফলে কোন বন্ধু কী করছে , কে কী পড়ছে, কোথায় ঘুরতে যাচ্ছ বা খাচ্ছে সব দেখতে পায়। ঠিক সেই জিনিসগুলো নিজে না করতে পারলে মন খারাপ হয়ে যায়। মানসিক অবসাদে ভোগে।

শয়তানের ধোকায় পরতে মানুষেরর সময় লাগে না। তাই দেখা যায়, ভাল বৈধ সাইট চালানো অবস্থায় শয়তানের প্ররোচনায় এক সময় নিষিদ্ধ সাইট গুলোতে ঢুকে পরে ও এর ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফেইসবুক টুইটারসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ সাইটগুলোর প্রতি সীমাতিরিক্ত আসক্তি, যা একজন মানুষের দ্বীন-দুনিয়ার জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ। মোট কথা এতে উপকারের চাইতে ক্ষতির আশংকাই বেশি, যেমনটি মদ, জুয়ার ব্যাপারে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে আপনি বলুন, এ দু'য়ের মাঝেই রয়েছে মহাপাপ ও মানুষের জন্য উপকার। তবে এগুলার পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অধিক গুরুতর।" (সূরা বাকারা: ২১৯)

নাস্তিক্যবাদ :

সৃষ্টিকর্তায় অবিশ্বাসী নাস্তিকদের দল সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা কৌশলে পরকালে বিশ্বাসীদের বিশ্বাস ছিনিয়ে নেয়ার খুট কৌশলে দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছে-, এই বিষয়ে সাঈখুল ইসলাম মুফতি তাকী ওসমানী (রহ) জ্ঞানগর্ভ আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হলো–

সোশ্যাল মিডিয়া , নাস্তিক্যবাদ ও আমাদের করণীয়–

মুসলিমের সন্তান তার মা-বাবার জন্য পার্থিব নিআমতই শুধু নয়; আখিরাতের সঞ্চয় ও শ্রেষ্ঠ সদকায়ে জারিয়াও বটে, যদি সে সন্তান হয় ঈমানদার।

সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগে ঈমান-লুটেরার দল কীভাবে নীরবে আমাদের আগামী প্রজন্মকে অঃযরংস ও নাস্তিক্যবাদের দিকে ধাবিত করছে তার কিছু বৃত্তান্ত এই লেখায় উপস্থাপন করব। দৃশ্যত অধ্যয়ন ও এন্টারটেইনমেন্টের সদুদ্দেশ্যে যে মা-বাবা তাদের কচিকাঁচা সন্তানকে স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহারের অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন বিশেষভাবে তাঁরা এই লেখাটা পড়ুন। আল্লাহ না করুন আপনার সন্তানও হয়ত এই ফিতনার শিকার হয়ে

ঈমান হারানোর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে অথচ সে সম্পর্কে আপনার বিন্দু-বিসর্গও জানা নেই।

করাচি, লাহোর, ইসলামাবাদ ও পাকিস্তানের অন্যান্য শহরে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদ এখন খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। সাধারণত মুসলিম পরিবারের ১৫-২০ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েরাই এতে আক্রান্ত হচ্ছে বেশি। উদাহরণ এক-দুটি নয়, শত শত। উলামায়ে কেরাম দিন-রাত তা লক্ষ্য করছেন।

বিষয়টি এই যে, সোশ্যাল মিডিয়া, বিশেষত ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও টুইটারে এমন অসংখ্য একাউন্ট আছে, যেগুলোর কাজই হচ্ছে দিন-রাত বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে আল্লাহ্র অস্তিত্ব অস্বীকার করে যাওয়া, ইসলামের বিধি-বিধান নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা, আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আপত্তি তোলা এবং আলিম-উলামাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের নিশানা বানানো।

এদের অধিকাংশই ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন এনজিওর সাথে যুক্ত এবং এদের টার্গেটই এটা। এগুলোর নামের ধরন সাধারণত এরকম হয়ে থাকে-

Ex-Muslims Together

Atheist Muslims

Muslims Liberated

Muslims Awakening

Islam Exposed

এদের কর্মী ও সহমত পোষণকারী হিসেবে রয়েছে শত শত ছেলে-মেয়ে, যারা ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত। এদের অধিকাংশই দ্বীন সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ও পশ্চিমা শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রোডাক্ট। এরা পাকিস্তান, বাংলাদেশ, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি

আরব ও অন্যান্য মুসলিম দেশের তরুণ-তরুণীদের দলে ভেড়ানোর কাজে ব্যস্ত। এরা দৃশ্যত মুসলিম-সংশ্লিষ্ট নামের একাউন্ট রাখলেও মতাদর্শগতভাবে নাস্তিক্যবাদী।

এদের আলোচনার ধরন অনেকটা এরকম...

প্রথম দিকে ইসলামের উপর প্রশ্ন তোলা হয় না; বরং কিছু কিছু ইসলামী বিধানকে সাইন্স ও লজিকের মানদণ্ডে পরীক্ষা করা হয়। এ পর্যায়ে পরিকল্পিতভাবে এমন কিছু দ্বীনী বিষয়ই নির্বাচন করা হয়, যা সাইন্স দ্বারাও প্রমাণিত। এই উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে এই মানসিকতা গঠন করা হয় যে, দ্বীনের সকল বিধান বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর বিজ্ঞান যা সমর্থন করে তা নিঃসন্দেহে সত্য।

এর পরের ধাপে আলোচনায় আনা হয় ঐসকল বিষয়, যা সাইন্সের আওতার ঊর্ধ্বে। যেমন আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও গুণাবলি, অহী, মিরাজ ইত্যাদি, যা একান্তই গায়েবের বিষয়। এগুলোও সন্দেহাতীতভাবে সত্য তবে সাইন্সের আওতা-বহির্ভূত। কিন্তু ইতিপূর্বে যেহেতু মানসিকতাটা এভাবেই তৈরি করা হয়েছে যে, সত্য-মিথ্যা নিরূপণের অব্যর্থ মাপকাঠি হচ্ছে সাইন্স, তাই এ ধাপে এসে এই মৌলিক আকীদাগুলো সম্পর্কে সংশয় দানা বাঁধতে থাকে। (দ্বীনের সঠিক জ্ঞান না থাকা আর সাইন্সের ব্যাপারে অতিউৎসাহের ফলে কোন্ বিষয়টি সাইন্সের আওতাভুক্ত আর কোন্টি তার আওতা-বহির্ভূত- তা উপলব্ধি করার ফুরসত থাকে না।)

এর পরের ধাপে আরো অগ্রসর হয়ে সরাসরি আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত জীবনের নির্দিষ্ট কিছু দিক আলোচনায় নিয়ে আসা হয়। এ পর্যায়ে এমন কিছু বিষয়কে বিকৃতভাবে তুলে ধরা হয়, যা দ্বীন সম্পর্কে অসচেতন ব্যক্তিদের সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির উপরের। যেমন দাস-প্রথা, নারী-পুরুষে সমতা, আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একধিক বিয়ে ও দাসী, বিয়ের সময় আম্মাজান আয়েশা রা.-এর বয়স ইত্যাদি।

প্রজ্ঞাবান মুসলিমের কাছে এই বিষয়গুলো স্পষ্ট, কিন্তু কাঁচা বুদ্ধির আবেগপ্রবণ মুসলিম ছেলে-মেয়ের কাছে, যারা একে তো দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ, অন্যদিকে পশ্চিমা চিন্তা-ধারা ও জীবন-ধারায় প্রভাবিত, এ বিষয়গুলো খুবই অস্বস্তিকর ও দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

এদিকে দ্বীন ও উলামায়ে দ্বীনের সাথে মেলামেশা না থাকায় এসবের সঠিক স্বস্তিদায়ক উত্তর পাওয়ারও তাদের রাস্তা থাকে না। এরা তখন গুগল ও ইন্টারনেটের শরণাপন্ন হয়, যেখানে

নাস্তিক্যবাদী ও ধর্ম-বিদ্বেষীদের পূর্ব প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন ওয়েবসাইট তাদের সন্দেহ-সংশয়কে অটল বিশ্বাসে রূপান্তরিত করে। এরপর ঈমান খুব দ্রুত বিদায় নিয়ে যায়।

হজ্ব-কুরবানী থেকে শুরু করে বিয়েশাদী ও মীরাছের বিধি-বিধান পর্যন্ত ইসলামের প্রত্যেক বিধানকে পশ্চিমের সরবরাহকৃত মাপকাঠিতে পরীক্ষা করার পর অবশেষে একে মনগড়া ধর্ম আখ্যা দিয়ে নীরবে তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা হয়। (নাউযু বিল্লাহ)

প্রকাশ্যে ইসলামের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে গোস্তাখী ও আল্লাহ্র অস্তিত্বের অস্বীকারের পর্যায়টা এর পরে আসে। এরপর এই ছেলে-মেয়েগুলোই ঐসব সংগঠনের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে যায়। বন্ধু-বান্ধবকেও দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করতে থাকে।

এই গোটা বিষয়টা আমাদের আশেপাশেই ঘটছে। আমাদের পাশে বসেই ১৫-২৫ বয়সের তরুণ-তরুণীরা টুইটার, ফেসবুক ইত্যাদিতে এই কাজ করে চলেছে, কিন্তু আমরা একেবারেই বেখবর।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সন্তান-সন্ততিকে আমরা কীভাবে রক্ষা করতে পারি। এ প্রসঙ্গে নীচের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন :

-মাঝেমধ্যে আলেমদের কাছে ও বুযুর্গানে দ্বীনের মজলিসে নিজেও যান, সন্তানকেও নিয়ে যান। যেন তাদের সাথে স্বাভাবিক পরিচয় গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে।

-সন্তান-সন্ততিকে কাছে টেনে নিন, ভালবাসুন। তাদের সমস্যাগুলো শুনুন ও পরামর্শ দিন। তাদের সাথে নিজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরামর্শ করুন এবং তাদেরকে নিজের চিন্তা-ভাবনার ধারক হিসেবে গড়ে তুলুন।

আপনি যদি তাদের দূরে ঠেলে রাখেন তাহলে বিপথগামী লোকেরা ওদের কাছে টেনে নেবে।

-ধীরে ধীরে নিজের ধর্ম সম্পর্কে জানুন এবং ঘরেও তা আলোচনা করুন।

-ছেলে-মেয়ে ছোট হলে তাদের জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষারও ব্যবস্থা করুন।

-অতি প্রয়োজন ছাড়া বাচ্চাদের হাতে স্মার্টফোন দেয়া থেকে বিরত থাকুন নিজেও তা থেকে বিরত থাকুন।

-একান্ত দিতে হলে শর্তসাপেক্ষে দিন, অসময়ে এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করুন। রাতে সবার ফোন নিজের কক্ষে জমা রাখুন। এর সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করুন।

-বিনা কারণে সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় কাটানো থেকে নিজেও বাঁচুন, ছেলে-মেয়েকেও বাঁচান।

-ছেলে-মেয়ের সামনে সবসময় ফোন ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।

-যে কোনো প্রশ্ন বা সংশয়ের জবাব পেতে ইন্টারনেটের সামনে না বসে বিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হোন।

ঈমানদারের সবচেয়ে বড় সাফল্য, ঈমানকে নিরাপদে কবরে নিয়ে যাওয়া। ছেলে-মেয়েকে ঈমান-লুটেরাদের কবল থেকে রক্ষা করুন। যেন আমাদের আগামী প্রজন্মের মাঝেও দ্বীন ও ঈমান বাকি থাকে।
আল্লাহ তাআলা হেফাযত করুন- আমীন
[সংগৃহীত ,সোশ্যাল মিডিয়া, নাস্তিক্যবাদ ও আমাদের করণীয়
শাঈখুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী]

রিয়ার ঝুঁকি (দেখোবাজি):

কন্টেন্ট নির্মাতাদের জন্য, সোশ্যাল মিডিয়া সহজেই অন্যদের মনোযোগ, অনুমোদন এবং প্রশংসা অর্জনের একটি প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠতে পারে। এর ফলে রিয়া হতে পারে, যা খ্যাতি অর্জনের জন্য লোক দেখানো বা ভালো কাজ করার কাজ। নিয়ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং যে কোনও কাজ যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আন্তরিকভাবে করা হয় না (ইখলাস) তার প্রতিদান হারায়।

নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন:

"কর্ম নিয়ত দ্বারা বিচার করা হয়, এবং প্রত্যেকেই তার নিয়ত অনুসারে পুরস্কৃত হবে" (বুখারী)।

রিয়া বা লৌকিকতা সৎআমল বিধ্বংসী নীরব ঘাতক। মনের অজান্তেই মানুষের অন্তরে এই রোগ বাসা বাঁধে। এটি মুখোশধারী প্রতারক। যে অবগুণ্ঠনের আড়ালে তার বীভৎস চেহারা আড়াল করে রাখে। মানুষকে দেখানো বা শুনানোর জন্য যখন কোন সৎকর্ম বা ইবাদত সম্পাদিত হয়, তখন সেটি ইখলাছ ও অন্তসারশূন্য হয়ে পড়ে। আমলের খোলস থাকে বটে কিন্তু তার ভিতরে কোন সারবত্তা থাকে না। একজন পাক্কা মুছল্লী ও তাহাজ্জুদগুযার ব্যক্তিও যেকোন মুহূর্তে আক্রান্ত হ'তে পারে প্রদর্শনেচ্ছার এই দুরারোগ্য ব্যাধিতে। নানান বর্ণে ও রূপে ক্ষণে ক্ষণে রং পরিবর্তন করে এই জাতশত্রু হাযির হয় মুমিন-মুসলিমের মানস্পটে।

উচ্চতর উদ্দেশ্য পূরণের পরিবর্তে খ্যাতি, পছন্দ বা অনুসারীদের জন্য কন্টেন্ট তৈরি করা একজনের আধ্যাত্মিক বিকাশের ক্ষতি করতে পারে। মুসলিম কন্টেন্ট নির্মাতাদের জন্য তাদের উদ্দেশ্য ক্রমাগত পুনর্নবীকরণ করা এবং নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের কাজ, সোশ্যাল মিডিয়া সহ, পার্থিব স্বীকৃতির জন্য নয়, ভালো এবং ইতিবাচকতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য করা হয়েছে।

শালীনতা ও গোপনীয়তার অভাব:

ইসলাম শালীনতা এবং গোপনীয়তার উপর জোর দেয় এবং সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করার সময় এই নীতিগুলি বজায় রাখার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
ব্যক্তিগত তথ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করলে ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে অপপ্রচারকারীরা তথ্য ফাঁস করে গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে।
অশালীন পোশাক-আশাক কথাবার্তা ,আচার-আচরণ ইসলামী নিষিদ্ধ ।সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে এগুলোর দিকে নজর না দিলে ইসলামিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে।
মুসলমানদের অশালীন বা অনুপযুক্ত বিষয়বস্তু পোস্ট করা বা শেয়ার করা এড়ানো উচিত এবং ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করার ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত যা তাদের নিরাপত্তা বা গোপনীয়তার সাথে আপস করতে পারে।

মিডিয়ার ব্যাপক ব্যবহারের ফলে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে যা মোটেই কাম্য নয় ।ব্যক্তিগত তথ্য এবং তথ্য চুরি অতিরিক্ত শেয়ার করা ব্যবহারকারীর গোপনীয় তাকে হুমকির সম্মুখীন করে ফেলে ।এবং তাদের জালিয়াতের শিকার করে ।

আজকাল অনেকে প্রগতি-উৎকর্ষ-স্বাধীনতা-অধিকার-সৃজনশীলতা ইত্যাদি শব্দের ছাতা মেলে তার ছায়ায় যাচ্ছেতাই করার প্রয়াস পাচ্ছে। তারা প্রগতির নামে অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ গল্প-উপন্যাস, চিত্রাঙ্কন ও ভিডিও এবং অশিষ্ট ভাষণ-বক্তব্য ও মতবাদ ইত্যাদিকে বিচার বিশ্লেষণ ও দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে বলতে চাচ্ছে। এসকল মাধ্যমে মুসলিম সমাজের শিরা-উপশিরায়ও অনাচার-পাপাচার ছড়িয়ে পড়ছে এবং তা জীবননাশী রোগের মতো জেঁকে বসছে।

সর্বত্র অশালীনতা ও অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল- এসব গল্প-উপন্যাসের বই, ধারণকৃত ভিডিও এবং সংবাদপত্র তথা মিডিয়া। এই মিডিয়াগুলো প্রায় সারাক্ষণই এমন সংবাদ ও ভিডিও প্রচার করতে থাকে, যা মানুষের জন্য জাগতিকভাবেও নানা দিক থেকে ক্ষতিকর এবং মুসলমানদের জন্য দ্বীন-ঈমানের হন্তারক। অনেক ক্ষেত্রে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রসিকতা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপও করা হয়।
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْن.ٌ

কিছু মানুষ এমন, যারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করার জন্য এমন সব 'অবান্তর কথা' ক্রয় করে, যা আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীন করে দেয় এবং তারা আল্লাহর পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য আছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

-সূরা লুকমান (৩১)

মানসিক চাপ:

সোশ্যাল মিডিয়া অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে মানসিক চাপ ,বিষন্নতা, ঘুমের সমস্যা সহ আরো নানাবিধ জটিল সমস্যা দেখা দিতে পারে ।

গবেষণায় দেখা গেছে যে ,সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ফলে কম আত্ম সম্মান উদ্বেগ এবং বিষন্নতার সাথে সম্পর্কিত ,বিশেষ করে কিশোর।

নিখুঁত সেলফি উপস্থাপনের ওপর অতিরিক্ত মনোযোগ দেয়া ,এবং লাইক ও মন্তব্যের জন্য পোস্ট করা, অন্যদের সাথে অবাস্তব তুলনার চিন্তার জন্মদেয় যা উদ্বেগ ছড়িয়ে দেয়।

সোশ্যাল মিডিয়ায় অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে কর্মক্ষেত্রে বা পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ডিভাইস সমূহ বিভিন্ন প্রকার স্বাস্থ্য ও সমস্যার জন্য দায়ী যেমন চোখের ওপর চাপ, কব্জির ক্ষতি, পিঠের সমস্যা, মানসিক চাপ জনিত সমস্যা প্রভৃতি।

মন্দ কনটেন্ট প্রচার :

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার মন্দ কনটেন্ট প্রচার করে সমাজকে অস্থির করে তুলে।

যেসব পেজ, গ্রুপ বা চ্যানেল শিরক, বিদআত, কুসংস্কার, বেপর্দা ছবি, নোংরা কনটেন্ট এবং ক্ষতিকর ভিডিও ছড়ায়, সেসবকে সমর্থন বা প্রচারে অংশ নেওয়া সম্পূর্ণ হারাম। অর্থের বিনিময়ে বা বিনামূল্যে এইসব কাজকে সহায়তা করা ইসলামে নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যের সহায়তা করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না"

(সূরা মায়িদা: ২)।

এমন কাজের জন্যে যত মানুষ গুনাহের কাজ করবে, তার সমপরিমাণ গুনাহ সেই ব্যক্তির আমলনামায় জমা হবে। ইসলামে নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে, কেউ মন্দ কাজে নেতৃত্ব দিলে তার মৃত্যু পরবর্তীকালেও সেই গুনাহ অবিরাম জমা হতে থাকবে।

রাসূল (সা.) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি কোনো মন্দ রীতি চালু করে, তার ওপর সেই রীতির গুনাহ এবং সেখান থেকে অন্যান্য মানুষ যে গুনাহ করবে তার সমপরিমাণ গুনাহও তার আমলনামায় জমা হবে" (সহিহ মুসলিম)।

তাই,সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত, যেন মন্দ কন্টেন্ট প্রচারে কোনোভাবেই আমরা সহযোগী না হই।

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে নিম্নোক্ত হারাম বিষয় থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব-

- সোশ্যাল মিডিয়ায় অশ্লীলতা এড়ানো সম্ভব নয়
- চোখের যেনা ও অন্তরের যেনা থেকে বাঁচা সম্ভব নয়
- মূল্যবান সময় অবহেলায় নষ্ট হচ্ছে
- কমেন্টের বোঝা কিয়ামতের মাঠে বহন করা খুবই কষ্টকর হবে
- আল্লাহ তায়ালার স্মরণ থেকে মানুষকে দূরে রাখার অন্যতম হাতিয়ার এই সোশ্যাল মিডিয়া
- তাহাজ্জুদের সময় নষ্ট করে এ সোশ্যাল মিডিয়া
- গীবতের অন্যতম কারখানা এই সোশ্যাল মিডিয়া যা ভয়াবহ পাপ
- ইবাদতের ক্ষেত্রে রিয়া প্রকাশ হয় এখানে
- মানুষকে অপবাদ দেওয়া যা হত্যার সমতুল্য পাপ তা অহরহ ঘটে থাকে এই সোশ্যাল মিডিয়ায়
- ওয়াজ নসিহত কিংবা কোরআন তেলোয়াত শুনতে গেলে সেখানেও অশ্লীল অ্যাড এসে মানুষকে পাপের মধ্যে নিমজ্জিত করে
- মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য ছড়িয়ে তাকে অপমান করা হয়
- পণ্য বিক্রির নামে প্রতারণা করা হয় সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে

• সোশ্যাল মিডিয়া পরকীয়ার রাস্তাকে সুপ্রশস্ত করে দেয়
• সংসারের আগুন লাগাতে সহায়তা করে
• এছাড়া আরো বহুবিধ পাপের কাজ হয় এই মিডিয়ার মাধ্যমে।

আমরা স্বীকার করি এই মিডিয়ার মাধ্যমে বহু উপকার হয়েছে আমাদের,
কিন্তু আগামী দিনে এই উপকার নিতে হলে আমাদের চোখ, অন্তর, ও মানসিকতাকে খুব শক্তিশালী করে রাখতে হবে,যা অনেকের ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়বে। সোশ্যাল মিডিয়ায় বর্তমানে উপকারের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ যে বেশি তা আমরা সবাই অনুধাবন করতে পেরেছি।
হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের ও আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে পূর্ণাঙ্গ হেফাজত করুন , আমিন।
[(সংগ্রহীত)
মো.সাহিনুর রহমান)].

গুজব ছড়ানো:

অনেকে সোশ্যাল মিডিয়াকে গুজব ছড়ানোর সবচেয়ে বড় মাধ্যমে পরিণত করেছে। যেহেতু বর্তমান যুগে বেশির ভাগ মানুষেরই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিচরণ। তাই মানুষকে বিভ্রান্ত করতে তারা সোশ্যাল মিডিয়াকেই বড় মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে। ব্যক্তিগত আক্রোশ ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব পুঁজি করেই এ ধরনের কাজ বেশি করা হয়। নিজেদের আদর্শের বাইরে হলেই তার বিরুদ্ধে মিথ্যা ছড়ানো, ফটোশপে কারসাজির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিত্বকে অপমান করার চেষ্টা করাই এখন যেন এক শ্রেণির মানুষের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। অথচ এর পরিণাম যে কত ভয়াবহ, তা তাদের কল্পনায়ও আসে না।

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

‘আর যে ব্যক্তি কোনো অপরাধ বা পাপ অর্জন করে, অতঃপর কোনো নির্দোষ ব্যক্তির ওপর তা আরোপ করে, তাহলে সে তো মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য গুনাহের বোঝা বহন করল।’
(সুরা : নিসা, আয়াত : ১১২)

মিথ্যা বলা বা গুজব ছড়ানো মুনাফিকের আলামত। নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘মুনাফিকের আলামত তিনটি : ১. যখন সে মিথ্যা কথা বলে, ২. ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে, ৩. আর যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, সে খেয়ানত করে।’
(বুখারি, হাদিস : ৩৩)

কোনো খবর দেখলেই যাচাই-বাছাই করা ছাড়া তা বিশ্বাস করা অনুচিত। পবিত্র কোরআনে ভুল তথ্য অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।
ইরশাদ হয়েছে,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

‘যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ কোরো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ, অন্তর—এগুলোর প্রতিটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।’
(সুরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৩৬)

সাম্প্রতিক সময়ে মিডিয়া গুজব ছড়ানোর প্রবণতা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক সুবিধা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াতে ভুয়া খবর তৈরি করা হচ্ছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে। সেই খবরের সত্যতা ও সূত্র যাচাই না করে তা প্রচার করছে ফেসবুক-টুইটার ব্যবহারকারীরা। এর মারাত্মক প্রভাব পড়ছে সমাজে। নানা রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এমনকি ভয়াবহ রকমের দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটে গেছে গুজব ছড়ানোর কারণে। প্রযুক্তির কল্যাণে আমাদের হাতে হাতে ফেসবুক-টুইটারের মতো শক্তিশালী যোগাযোগের মাধ্যম রয়েছে। এর অপব্যবহার হলে তাই কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে আমাদের আইনে।

নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতায় জর্জরিত তরুণ সমাজ:

অতিরিক্ত সোস্যাল সাইটের প্রতি আসক্তি এবং এর অপব্যবহার শুধুমাত্র পরিবার ও ব্যক্তিগত পর্যায়ের জন্যই যে ক্ষতিকর তা না, এটা সমস্যা তৈরি করছে আপন সন্তানের সাথে পিতা-মাতার সম্পর্ক ভাঙ্গনেও! এসব নৈতিক অধঃপতনের কারণে দেখা যাচ্ছে- আস্থা, ভালোবাসা ও বিশ্বাস এখন আর আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতার সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। ফলে এমন সব ঘটনা ঘটছে, যা শুনে বা খবরের কাগজে পড়ে শিউরে উঠতে হচ্ছে। সন্তানের হাতে মা-বাবা খুন, মা-বাবার হাতে সন্তান খুন, তিন-চার সন্তান রেখে মায়ের

পরকীয়া, প্রেমিকের হাত ধরে পলায়ন, ধনাঢ্য ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সন্তান কর্তৃক ব্যস্ততার কথা বলে বাবার লাশ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামে হস্তান্তর, বৃদ্ধ বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে ছুড়ে ফেলে আসার মতো ঘটনা ঘটছে অহরহ। মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, তথ্যপ্রযুক্তিকে অবলম্বন করে অনৈতিক ও অবৈধ প্রেমে আবদ্ধ হয়ে তরুণরা নিষ্ঠুর, নির্মম হয়ে উঠছে। এসব বিষয়গুলো কখনো কখনো তাদেরকে আত্মধ্বংসী করে তুলছে। অবক্ষয়ের আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রকে। ইন্টারনেট প্রযুক্তিনির্ভর মিডিয়ার ব্যবহার যেমন মানুষের কাছে পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে, ঠিক তেমনি মানুষের মধ্যে অবাধ যৌনাচারকেও উসকে দিচ্ছে। আজকে পর্নোগ্রাফি যেভাবে বানের পানির মতো গ্রাস করছে, তাতে শিশু-কিশোররা ব্যাপক হারে যৌন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। স্কুলগামী টিনঅ্যাজারদের মোবাইলে পর্নোগ্রাফি ছবি অভিভাবকদের অসহায় ও শঙ্কিত করে তুলেছে।

পবিত্র কোরআন ও হাদিসে তারুণ্যের এ সময়কে গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে।

যুগে যুগে নবীদের দাওয়াতের প্রচার-প্রসার ও স্থিতিশীলতায় তরুণদের ভূমিকা বড় ছিল। পবিত্র কোরআনে ইবরাহিম (আ.) সম্পর্কে স্বজাতির কথা বর্ণিত হয়েছে,

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ

'আমরা এক যুবকের কথা শুনেছি, মানুষের কাছে সে ইবরাহিম বলে পরিচিত ...।' (সুরা : আম্বিয়া, আয়াত : ৬০)

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করায় কিছু তরুণ পালিয়ে গুহায় আশ্রয় নেন। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন,

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا,
فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا
ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا,,

نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى,

'যখন গুহায় কিছু তরুণ আশ্রয় নিয়ে বলল, হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করুন।

... আমি আপনাদের কাছে তাদের ঘটনা সঠিকভাবে বর্ণনা করেছি, তারা কয়েকজন যুবক তাদের প্রতিপালকের ওপর ঈমান এনেছিল, আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়েছিলাম।' (সুরা : কাহাফ, আয়াত : ১০-১৩)

অপ্রিয় হলেও সত্য, নানা কারণে দেশের তরুণদের নিয়ে আমরা আশাবাদী হতে পারছি না। বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতার যুগে সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার ও আসক্তির ধরুন তাদের নিয়ে আমাদের স্বপ্ন হতাশার কাফনে মোড়া। তরুণদের উলেস্নখযোগ্য একটি অংশ বিপথগামী, দিকভ্রান্ত ও অবক্ষয়গ্রস্ত।

নিম্নে বর্তমান তরুণ সমাজ অধঃপতনের কিছু বাস্তব চিত্র সঙ্গত কারণে তুলে ধরা হলো-

তরুণ সমাজ মিডিয়ায় আসক্তসহ ইয়াবা, চরস, আইস, গাঁজা, মদ, সিগারেটসহ বিভিন্ন ধরনের নেশায় আসক্ত। অনেকেই আসক্ত হয়ে পড়ছে ফেনসিডিল আর হিরোইনের মতো নেশাদ্রব্যে। পাশাপাশি এই মাদকসেবনের মাধ্যমে একই সিরিঞ্জ বারবার ব্যবহার করায় দুরারোগ্য সব রোগ ছড়িয়ে পড়ছে প্রান্তিক পর্যায়ের নগর-তরুণদের মধ্যে। এমনকি টাকার লোভে অনেকেই জড়িয়ে পড়ছে চোরাচালানের কাজেও। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে মাদকসহ নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ছে তরুণরা। জীবনের একদম শুরু থেকেই নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়ে বেড়ে ওঠে এক শ্রেণির তরুণ। ফলে এদের একটি বড় অংশই বিপথগামী হয়ে পড়েছে। জীবনের প্রতি তাদের নাভিশ্বাস ওঠে গেছে।

বস্তির তারুণ্য আরও ভয়ংকর। হেন কোনো অপরাধ নেই যে, তারা করে না। মাদকসেবন, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, খুন, ধর্ষণ ও গণধর্ষণ , অশ্লীলভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ফাঁস সহ সব ধরনের অপরাধের সঙ্গে তারা জড়িত । এরা ভাড়াটে খুনি হিসেবেও কাজ করে। কেবল বস্তির তারুণ্যই নয়, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের তারুণ্য চরমভাবে অবক্ষয়গ্রস্ত ও বিপথগামী। এরাও নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে। এদের একটি অংশ জঙ্গি তৎপরতার সঙ্গেও জড়িত। তথ্যপ্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের যুগে এরা একেবারেই প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে পড়েছে। লেখাপড়ার দিকে তাদের কোনো মনোযোগ নেই। সারাক্ষণ মিডিয়া,স্মার্ট ফোন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে। এই ঘাঁটাঘাঁটি চলে গভীর রাত পর্যন্ত। ফলে ঘুম থেকে সকালে ওঠার পরিবর্তে দুপুরে ওঠে লাঞ্চ করে। তারা ঘরে-বাইরে কী করে, কোথায় যায়, পরিবারের সদস্যরা জানে না। অভিভাবকদের জানানো হয় না তাদের কর্মকান্ড। অভিভাবকরা এ বিষয়ে কথা বললে, প্রশ্ন করলে জবাব দেয়, তোমরা কী বোঝ? অথবা এড়িয়ে গিয়ে প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়।

তারুণ্য এখন দিকহারা দিশাহারা উগ্র উদ্‌ভ্রান্ত। তারা মা-বাবা অভিভাবকদের কথা শোনে না, শোনে না বড় ভাইবোনসহ অন্য অভিভাবকদের কথাও। তাদের উপদেশকে তারা হাস্যকর মনে করে। গুরুজনদের শ্রদ্ধা বা ভক্তি করা এসব তো উঠে গেছে অনেক আগেই। ফলে পরিবারের সদস্যরা তাদের ব্যাপারে হতাশ ও দিশাহারা। তারা লেখাপড়াবিমুখ, কর্মবিমুখ, পরিবার ও সমাজবিমুখ। তারা আত্মীয়স্বজন বিমুখ। তারা নতুন চিন্তা ও সৃষ্টিশীলতাবিমুখ। তাদের ভেতর নেই মানবিকতা ও স্বাভাবিক সৌজন্যবোধ। তারা দিনে দিনে নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছে, জড়িয়ে পড়ছে নানা অপরাধে। বিচ্ছিন্নতাবোধ তাদের আঁকড়ে ধরছে। সারাদিন মিডিয়াই ডুবে থাকে ও বিভিন্ন গেমস খেলে মেজাজ খিটখিটে করেছে। চরম হতাশায় কেউ কেউ আত্মহত্যার পথও বেছে নিয়েছে।

তারা রাস্তার মোড়ে জটলা করে। উচ্চশব্দে অর্থহীন হাসি হাসে, অশ্লীল কথা বলে। অপরাধ সংঘটিত হওয়ার শলাপরামর্শ করে ও যৌনতা নিয়ে কথা বলে। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র কিংবা সৃষ্টিশীল বিষয়ে তাদের মধ্যে কোনো আলাপ নেই। একেক সময় ভাবি, এই অবক্ষয়গ্রস্ত তারুণ্য নিয়ে আমরা কতদূর এগিয়ে যেতে পারব। এরা পরিবারের কারও দায়িত্ব নিতে অনাগ্রহী। সব সময় এদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা কাজ করে। ঘরের খাবার তাদের পছন্দ নয়, এরা ফাস্ট ফুডনির্ভর। আমাদের তরুণরা ধীরে ধীরে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এক সময় তারা তলিয়ে যাবে। তখন আমাদের কিছুই করার থাকবে না।

সবচেয়ে বেশি এই ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে কিশোর ও তরুণ সমাজ মিডিয়ার সহজলভ্যতা ও সঠিক পন্থায় উপযুক্ত ব্যবহার না করার কারণে । তাদের অভিভাবকরা সন্তানের অবাধ্যতা ,অসম্মান প্রদর্শন সর্বোপরি মানবীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করতে অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছে ,অনেক কিছুই তাদের আজ হাতের নাগালের বাইরে।

মহানবী (সা.) জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এ সময়কে গুরুত্ব দিতে বলেছেন। তাই তরুণ সাহাবিদের বিভিন্ন সময় তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন-
আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা সাত ধরনের ব্যক্তিকে আরশের নিচে ছায়া দেবেন, যেদিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। (তারা হলেন)-

এক. ন্যায়পরায়ণ শাসক।
দুই. এমন যুবক (ও যুবতী), যে রবের ইবাদতে (জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে) বেড়ে উঠেছে ।

চার. এমন ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে।
পাঁচ. যে দুই ব্যক্তি আল্লাহর জন্য পরস্পরকে ভালোবাসে, তার সন্তুষ্টির জন্য একত্রিত হয় এবং বিচ্ছিন্ন হয়।
ছয়. ওই ব্যক্তি, যাকে সুন্দরী ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নারী ডাক দিলেও সে জবাবে বলেছে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।
সাত. যে ব্যক্তি এমনভাবে সদকা করে যে তার বাম হাত জানে না তার ডান হাত কী দিয়েছে। এবং যে ব্যক্তি একাকিত্বে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়।'
(বুখারি, হাদিস নম্বর : ১৪২৩)
আল্লাহ আমাদের এ কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলার সামর্থ্য দিন, আমাদের সকলকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশ মেনে চলার তৌফিক দিন এবং নিশ্চিত ধ্বংস থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

হ্যাকিং ও বিবিধ অসুবিধা:

ব্যক্তিগত তথ্য এবং গোপনীয়তা খুব সহজেই হ্যাক হতে পারে এবং তা ইন্টারনেটে ছড়িয়ে যেতে পারে মুহূর্তেই যা অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং ব্যক্তিগত জীবন দুর্বিষহ করে তুলতে পারে । ঠিক তেমনি কারো অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে তথ্য বেহাত হয়ে যাওয়া আর্থিক ক্ষতির কারণ হতে পারে।
এইসব হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার মারাত্মক অসুবিধা
অর্থপূর্ণ সম্পর্কের পরিবর্তে ভুয়া সংযোগ তৈরীর জন্য সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার ক্ষতিকারক হতে পারে।

নিরাপত্তাবিষয়ক এজেন্সির কাছে ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস থাকে, ফলে গোপনীয়তা রক্ষা করার কাজটিকে অসম্ভব করে তোলে। কখনো ভুলে বা না জেনে ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে কিছু আলোচনা করে থাকলে তা নিরাপত্তা এজেন্সির অফিসার দেখবেন, যা হয়তো টেরও পাবেন না।

সোশ্যাল মিডিয়া খুব সহজেই কারো খ্যাতি ধ্বংস করে দিতে পারে মিথ্যা গল্প বানিয়ে তা মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে। ঠিক তেমনি কোনো বিজনেসও ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে এ ধরনের কর্মকান্ডে।

কয়েক ধরনের প্রতারণা লক্ষ করা যায়, যা বেশিরভাগ সময় ঘটে থাকে এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে।
অনেকেই প্রেমের প্রস্তাব বা বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে থাকে এই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। ঠিক তেমনি একে অপরকে ভুয়া অনুভূতি বলে এবং ভুল তথ্য দিয়ে প্রতারণা করে থাকে।

অতিরিক্ত সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার স্বাস্থ্যবিষয়ক ক্ষতির কারণ হতে পারে। ব্যায়াম করা শরীরের জন্য ভালো আর বসে বসে সোশ্যাল নেটওয়ার্কে খুব বেশি সময় দেয়া অলস করে তোলে, যা প্রত্যেক দিনের রুটিনে বাজে প্রভাব ফেলে।

সোশ্যাল মিডিয়া শুধু ব্যবহারের কারণ নয় বরং ইন্টারনেটে যেসব পাগলামি কর্মকান্ড শেয়ার করা হয়, তা বাস্তবে করতে গিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারেন।

সোশ্যাল মিডিয়ার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে যে, অনেকে মিডিয়ায় কিছু ধনী এবং নেশাগ্রস্তদের ফলো করে থাকে। ফলে তারা নেতিবাচক চিন্তাধারা এবং কর্মকান্ড উৎসাহী হয়ে থাকে।

সাইবার গুন্ডামি :

অতীতে বেশিরভাগ বাচ্চা সাইবার গুন্ডামির শিকার। যে কেউ ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে এবং যা খুশি করতে পারে ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে। মিডিয়ায় গুন্ডামি করা অনেক সহজ হয়ে গেছে ।হুমকি, ধমকি ,গুজব যা সমাজকে অশান্ত করে তোলে।
মিডিয়ার মাধ্যমে হয়রানির শিকার হওয়ার ঝুঁকি থাকে ।
ভুয়া খবর প্রচারণা এবং যাচাই না করে তথ্যের প্রচার ব্যবহারকারীদের বিভ্রান্ত করতে পারে। বেনামী একাউন্টের মাধ্যমে সেলিব্রেটিসহ বিশেষ করে আলেম-ওলামা ব্যক্তিবর্গকে ট্রল করা, জনসম্মুখে অপমান করা এবং হয়রানি করা সহজ হয়ে ওঠে।

অসুস্থ প্রজন্ম:

আজকের ডিজিটাল যুগে সোশ্যাল মিডিয়া শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি হয়ে উঠেছে অর্থোপার্জনের হাতিয়ার, সমাজের রুচির দর্পণ, এমনকি নৈতিকতার মাপকাঠি। কিন্তু এই প্ল্যাটফর্মের জনপ্রিয়তা যখন কেবল অশালীনতা, ভাঁড়ামি আর সস্তা সেন্সেশনের উপর নির্ভর করে, তখন তা সমাজের জন্য এক ভয়াবহ সংকটের ইঙ্গিত দেয়। একজন নারী যখন টাওয়েল বা নাইটি পরে নাচলে লাখো ভিউ পায়, আর একজন গুণী কবি বা জ্ঞানী ব্যক্তির কথায় মানুষ নাক সিঁটকায়, তখন বুঝতে হবে আমাদের সমাজের মূল্যবোধ কোথায় হোঁচট খাচ্ছে।

ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম বা টিকটকের মতো প্ল্যাটফর্মগুলো আজ মনিটাইজেশনের লোভে মানুষের নৈতিকতা ও লজ্জাকে পণ্যে পরিণত করেছে।
মন্দ ক্যাপশনে কৌতূহল জাগিয়ে ভিডিও তৈরি করলে তা ভাইরাল হয়, কিন্তু সমাজসংস্কার, শিক্ষা বা শিল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উপেক্ষিত থেকে যায়। এখানে কবিতার চেয়ে বক্ষ প্রদর্শন বেশি মূল্য পায়, জ্ঞানের চেয়ে খিস্তির কদর বেশি। যেন মানুষ এখন শুধু চায় উত্তেজনা, চায় অশ্লীলতার মাঝে হারিয়ে যেতে। এমনকি মাঝবয়সী নারীরাও আজ প্রেমের কবিতা পড়ার চেয়ে শারীরিক প্রদর্শনেই বেশি সাড়া পাচ্ছেন।

কমেডির নামে আজ যা চলছে, তা অনেক ক্ষেত্রেই অশ্লীলতা ও খিস্তির মিশেল। পাবলিক হাসছে, কিন্তু সেই হাসির পেছনে লুকিয়ে আছে আমাদেরই রুচির দৈন্য। আমরা ভুলে যাচ্ছি যে, সমাজের উন্নতি ঘটে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার মাধ্যমে, নাইটি বা শারীরিক প্রদর্শনের মাধ্যমে নয়। যখন একজন মা-বোন স্কুলের পড়া ছেড়ে রিলস বানাতে উৎসাহিত হন শুধু টাকার লোভে, তখন আমাদের ভাবতে হবে—আমরা আসলে কোন ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছি?

মনিটাইজেশনের এই উন্মত্ততা আমাদের নতুন প্রজন্মকে কী শিক্ষা দিচ্ছে? তারা শিখছে যে, পড়াশোনা বা সততার চেয়ে সস্তা সেলিব্রিটি হওয়াটাই বড় সাফল্য।

তারা দেখছে, সমাজে সম্মান পেতে হলে বুকের খাঁজ দেখাতে হবে, দেবর-ভাসুর নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ কন্টেন্ট বানাতে হবে।
এভাবে কি আমরা একটি সুস্থ প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারব? নাকি আমাদের সন্তানদের হাতে তুলে দেব শুধু বিকৃত রুচি আর নৈতিক অধঃপতনের উত্তরাধিকার।

সময় এসেছে জেগে ওঠার। সোশ্যাল মিডিয়ার অপসংস্কৃতি রোধ করতে হবে। প্যারেন্টস, টিচার্স ও ইনফ্লুয়েন্সারদের এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে, পেট চালানোর জন্য নৈতিকতা বিক্রি করা কখনই সমাধান নয়।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি ফিরে যেতে হবে। নইলে একদিন আমাদের সন্তানরা প্রশ্ন করবে—আপনারা আমাদের জন্য কী রেখে গেলেন? নাইটি নাচ, নাকি জ্ঞানের আলো? উত্তর দিতে পারব কি?

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অনেক অনিয়ম প্রশাসনের চোখে আসে। ফলে অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তি হয়। এটা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু যাচাই-বাছাই না করে কোনো খবর ছড়ানোর কারণে যদি কোনো নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন নষ্ট হয়, ক্যারিয়ার নষ্ট হয়, তাহলে তার দায়ভার আমাদের ওপরই বর্তাবে, যা আমাদের ব্যক্তিত্বকে মানুষের কাছে হালকা করে দিতে পারে। আমরা হয়ে যেতে পারি চিহ্নিত মিথ্যাবাদী। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে,
‘সব শোনা কথা (যাচাই-বাছাই করা ছাড়া) বলা কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট;।
(আবু দাউদ, হাদিস : ৪৯৯২)

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে এসব অনর্থক কাজ থেকে হেফাজত করুন।

করণীয়:

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে আমাদের করণীয় একজন মুসলমান হিসেবে ইসলামের বিধি নিষেধ অনুসরণ করা।
এটি যেমন আমাদের জ্ঞান অর্জনের সুযোগ করে দেয়, তেমনি ভুল ব্যবহারের কারণে অশান্তি ও পাপের পথেও ঠেলে দিতে পারে।
তাই মুসলমান হিসেবে আমাদের উচিত, সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারে ইসলামের নীতি ও আদর্শ মেনে চলা।

সর্তকতা অবলম্বন:

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।

এই আয়াতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে আমাদের সতর্কতার শিক্ষা দেয়।

সামাজিক মাধ্যমে প্রাপ্তসংবাদের বিষয়ে সর্তকতা:

আজকের যুগে ভুয়া খবর ও গুজব ছড়ানোর প্রবণতা ব্যাপক। ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয় যাচাই-বাছাই ছাড়া কোনো তথ্য প্রচার না করতে।

রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

" সব শোনা কথা প্রচার করা ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট";।

(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৪৯৯২)।

যেতাই কোনো সংবাদ শেয়ার করার আগে তার সত্যতা যাচাই করা অপরিহার্য।

কাউকে ফলো করার পূর্বে তার সম্পর্কে ভালো করে জানা:

সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারে আমরা যাদের অনুসরণ করি, তাদের সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অজ্ঞ বা ভুলপথে পরিচালিত ব্যক্তিদের অনুসরণ আমাদের ইহকাল ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

এ সম্পর্কে কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ

অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে।

সূরা ইনফিতার আয়াত ১০.

كِرَامًا كَاتِبِينَ

সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ।

সূরা ইনফিতার আয়াত ১১.

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

তারা জানে যা তোমরা কর

সূরা ইনফিতার আয়াত ১২ .

পোস্ট বা শেয়ার করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা:

সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করার সময় আমরা কী শেয়ার করছি, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা জরুরি। ইসলাম আমাদের শেখায়, আমাদের প্রতিটি কাজ এবং কথার জন্য আমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.

মানুষ যে কথাই বলে, তা সংরক্ষণ করার জন্য একজন সতন্ত্র প্রহরী সর্বদা নিয়োজিত থাকে। (সুরা ক্বাফ১৮)।

প্রতিক্রিয়া করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা:

সামাজিক মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত বা উত্তেজনাপূর্ণ প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে চলা উচিত। ক্রোধ সংবরণ ও ক্ষমা করার বিষয়টি ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন।

(সুরা আল ইমরান ১৩৪)।

যোগাযোগ মাধ্যমের উপযোগিতা বিবেচনা করা:

আমাদের উচিত, প্রতিনিয়ত নিজেদের কাছে জিজ্ঞাসা করা, সামাজিক মাধ্যমে আমরা যা করছি, তা কি আমাদের বা জাতির কোনো উপকারে আসছে? আমাদের সময় ও সম্পদের সঠিক ব্যবহারের নির্দেশ ইসলাম দিয়েছে।

যাইহোক, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করার সময় সম্ভাব্য অসুবিধাগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং ইসলামিক নীতিগুলি মেনে চলা গুরুত্বপূর্ণ।

ক্ষতিকারক বিষয়বস্তুর বিরোধিতা:

মুসলমানদের উচিত তারা যে বিষয়বস্তু ব্যবহার করে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে সে সম্পর্কে সতর্ক হওয়া ,
কারণ এটি অনুপযুক্ত উপাদান বা ইসলামিক মূল্যবোধের পরিপন্থী বিষয়বস্তু দিয়ে পূর্ণ হতে পারে। ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী এমন কিছুতে জড়িত হওয়া বা প্রচার করা থেকে এড়িয়ে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অভিভাবক হিসেবি আমরা যা করতে পারি:

পিতামাতার উচিত সন্তানদের মিডিয়া ব্যবহারে নজর রাখা। সন্তান পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত হচ্ছে কি না? সাইবার বুলিংয়ের শিকার হচ্ছে কি না? মাত্রাতিরিক্ত মিডিয়া ব্যবহার করছে কি না?
আল্লাহতায়ালা বলেন,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে।
(সুরা আত তাহরিম : ০৬).

আমাদের সন্তানকে বলতে পারি-

১. কোনো পোস্টে বাজে মন্তব্য করা যাবে না। সন্তানকে বোঝান অন্যকে সম্মান দিতে হয়। কোনো পোস্ট ভালো না লাগলে এড়িয়ে যেতে হবে।
২. সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু পোস্ট করার আগে দশবার চিন্তা করতে হবে। যেমন বাসার ঠিকানা, কোথাও ঘুরতে গেলে সেই জায়গার ঠিকানা। অর্থাৎ যে জিনিসগুলো একান্ত ব্যক্তিগত সেগুলো প্রকাশ থেকে বিরত থাকতে বলুন।
৩. সোশ্যাল মিডিয়ায় অচেনা কাউকে বন্ধু বানানো থেকে দূরে থাকতে হবে। যেহেতু তারা এখনো ছোট কে ভালো কে খারাপ সেটি বুঝতে পারবে না।
৪. সন্তানদের বোঝাতে হবে সোশ্যাল মিডিয়ার পাসওয়ার্ড কারো সাথে শেয়ার করা যাবে না। হোক সে বন্ধু বা অন্য প্রিয় মানুষ। এটি একান্তই ব্যক্তিগত।
(সূত্র : কিডস হেল্থ)।

বিবিধ ও সতর্কতা:

মুসলিমদের জন্য স্বীয় দ্বীন ও আমল-আখলাক হেফাযতের নিমিত্তে এরকম স্পর্শকাতর একটি বিষয় থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা চাই। তবে যেহেতু ক্ষেত্র বিশেষে এর প্রয়োজনীয়তা ও অনস্বীকার্য তাই দ্বীনি বা পার্থিব বৈধ প্রয়োজনে মিডিয়া ব্যবহার একান্ত জরুরী হলে আমরা আরো কিছু শর্তাবলী ও মূলনীতি সামনে রেখে কাজ করে যেতে পারি।

ক। যে ডিভাইসটিতে ইন্টারনেট ব্যবহার করবে তাতে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে অশ্লীল, অবৈধ ও এডাল্ট সাইটগুলো ব্লক করে দিবে। যেন সহজে শয়তানের ধোকায় না পরে।

খ। নেটযুক্ত ডিভাইসটি লোক চক্ষুর অন্তরালে না রেখে প্রকাশ্যলোকে ব্যবহার করবে। যেন চক্ষু লজ্জায় হলেও এর অবৈধ ব্যবহার থেকে বেঁচে থাকা যায়।

গ। মিডিয়া ব্যবহার অবস্থায় বেগানা নারী কিংবা অবৈধ, অশ্লীল কোন কিছুর ছবি সামনে এসে পরলে তৎক্ষণাত দৃষ্টি অবনত করে, প্রয়োজন না হলে উক্ত পেইজটি সরিয়ে ফেলবে।

ঘ। প্রয়োজনাতিরিক্ত মিডিয়া ব্যবহারের আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকবে। কেননা এতে মানুষের মূল্যবান সময় ও দেহ মনে মারাত্মক ক্ষতি সাধন হয়।

ঙ। মিডিয়া র মাধ্যমে ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কারো সাথে প্রতারনা, ধোঁকাবাজি ও ক্ষতিসাধন করবে না, কারণ এটা সত্যিকারের মুসলিম ও উম্মত হওয়ার পরিচায়ক নয়।

চ। বৈধ পার্থিব প্রয়োজনে যথা পড়াশুনা, তথ্য সংগ্রহ, লেনদেন, যোগাযোগ ইত্যাদি ও দ্বীনি প্রয়োজনেই কেবল মিডিয়া ব্যবহার সীমাবদ্ধ রাখবে। কখনোই প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা অযথা তা ব্যবহার করবে না।

মিডিয়ায় দ্বীনি প্রোগ্রাম প্রচার করা বর্তমান মুসলিম উম্মাহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। একদিকে রয়েছে শরিয়াহ কতৃক ছবির নিষেধাজ্ঞা আবার অন্যদিকে রয়েছে বাতিল প্রতিরোধে ছবি এবং ভিডিওযুক্ত মিডিয়ার অসামান্য অবদান। বিষয়টি একটু স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় দীর্ঘ আলোচনার দাবী রাখে। আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করছি। বর্তমানের মিডিয়া প্রযুক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যুগে

না থাকলেও শরয়ী মূলনীতি অনুসারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর যুগ পরবর্তী নব আবিস্কৃত কোনো বস্তু শরিয়ার সাথে সাংঘর্ষিক না হলে তার ব্যবহার একজন মুসলিমের জন্য বৈধ।

স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও স্বীয় যুগে সালমান ফার্সি রাযিঃ এর পরামর্শে ইরানের অগ্নি পূজারিদের আবিস্কৃত নতুন একটি সমর কৌশল "পরিখা খনন" নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

এতে বুঝা যায়, বাতিল প্রতিরোধে বাতিল সম্প্রদায়েরই নব্য কোন আবিস্কার ও প্রযুক্তি গ্রহণ করা যায়, যদি তা ইসলামের কোন বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। তদ্রুপ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন-

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

"আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শুত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপর ও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না"।

(সূরা আনফাল: ৬০)

এই আয়াতে কারীমা থেকেও প্রমাণ হয় যে, বাতিলের মোকাবেলায় স্বীয় যুগে প্রাপ্ত বৈধ সকল প্রযুক্তি ও কৌশল গ্রহণ করা উচিত।

এসব শর্ত ও মূলনীতি সামনে রেখে কোন মুসলিম মিডিয়া ব্যবহার করতে চাইলে আশা করা যায় তা অবৈধ হবে না এবং দ্বীন দুনিয়ারসমূহ ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকতে পারবে, ইনশা আল্লাহ!

অন্যথায় দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জনে ও ধ্বংস থেকে বাঁচতে কিছুতেই তার জন্য মিডিয়া ব্যবহার উচিত ও সমীচিন হবে না।

সংযম ও ভারসাম্য অনুশীলন:

সামাজিক মিডিয়া আসক্তি এবং সময় সাপেক্ষ হতে পারে, যা ধর্মীয় বাধ্য বাধকতা এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ব অবহেলার দিকে পরিচালিত করে। মুসলমান তাদের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত এবং নিশ্চিত করা উচিত যে তারা তাদের অনলাইন কার্যকলাপ এবং তাদের আধ্যাত্মিক, পারিবারিক এবং সামাজিক বাধ্য বাধকতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে।

গঠনমূলক কথোপকথন প্রচার করা:

মুসলমানদের সামাজিক মিডিয়াতে সম্মানজনক এবং গঠনমূলক আলোচনায় জড়িত হওয়া উচিত, অপ্রয়োজনীয় তর্ক, অপবাদ বা আপত্তিকর ভাষা এড়িয়ে চলা উচিত। মতবিরোধ ধৈর্য, দয়া এবং ইসলামী শিষ্টাচার মেনে চলতে হবে।

মিডিয়া ব্যবহারে আলেমদের ভূমিকা :

তথ্য ও প্রযুক্তি মানুষের জীবন ও তার উন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। মানুষের জীবন প্রবাহকে বেগবান করেছে। আর ইসলাম মানুষের জন্য যে কোন কল্যাণকর জিনিসের সঠিক ব্যবহার অনুমোদন করে। তাই সোশ্যাল মিডিয়ার সঠিক ব্যবহারে ইসলামের কোন আপত্তি নেই। মিডিয়া র ভুল ব্যবহার হচ্ছে। কোন জিনিসের ভুল ব্যবহার হ'লে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায় না। বরং ভুল ব্যবহার বন্ধ করতে হয়। এক্ষেত্রে আমাদের আলেম সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের দায়িত্ব মানুষকে মিডিয়া র সঠিক ব্যবহার শেখানো। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি অর্থাৎ ইন্টারনেট ব্যবহার করে ইসলামের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে তার জবাব আলেমদের পক্ষ থেকেই আসা উচিত। ইসলামের নামে অসংখ্য নতুন নতুন ফিৎনা, বিভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদ ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে প্রচার করার দায়িত্ব আলেম সমাজের উপরই বর্তায়। সাপ্তাহিক জুম'আর খুৎবায় প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে কি করণীয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা যরূরী। মিডিয়া র অপব্যবহার রোধে দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তি যতটা তৎপর, অধিকতর ঈমানের অধিকারী আলেম সমাজ তার চেয়ে বেশী তৎপর হবেন এটা আমাদের একান্ত কামনা। ইসলামের সঠিক দিক বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরার জন্য ইন্টারনেট, টিভি, ইলেক্ট্রনিক ও অন্যান্য মিডিয়া ব্যবহার করা নাজায়েয বলে ঘোষণা করা 'মাথা ব্যথা হ'লে মাথা কেটে ফেলার' নামান্তর।

প্রযুক্তির সহজ ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে ইসলাম বিরোধীরা অনলাইনে নির্জলা মিথ্যা ছড়িয়ে দিচ্ছে। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নগ্নতাকে উসকে দিচ্ছে। নাস্তিকতার প্রচার ও ধর্মে অযথা অবিশ্বাস তৈরি করছে। আধুনিক জাহেলিয়াতের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ইসলামের প্রকৃত বার্তা মানুষের কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব আলেম সমাজের। মানবজীবনের জন্য অতীব যরূরী আমলগুলো তথ্যসূত্রসহ তুলে ধরার মাধ্যমে ইসলামের বাস্তব অনুশীলনের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করা যেতে পারে।

আরবের আলেমরা ফেসবুক ব্যবহার করে ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। লাখ লাখ মানুষ তাদের পেইজে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে লেখা প্রবন্ধগুলো পাঠ করছে। এক্ষেত্রে আমাদের আলেমরা ফেসবুককে দাওয়াতের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে ইসলামের প্রচার-প্রসারে ভূমিকা পালন করতে পারেন। কুরআনের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলো যে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা প্রচারে আলেমদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের আলেম সমাজেরই দায়িত্ব প্রযুক্তির এই দিকহারা জাহাজের পাল টেনে ধরার। সেই সাথে মানুষকে তার সঠিক ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া। ইসলামের খেদমতে প্রযুক্তিকে কিভাবে আরও শক্তিশালী করা যায় তা নিয়ে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা যরূরী। কারণ এখন মানুষ প্রযুক্তিনির্ভর। অফিস-আদালত, বই-পুস্তক, দোকান-পাঠ সবই এখন হাতের মুঠোয়। কিন্তু প্রযুক্তির এই উৎকর্ষতা যেন আমাদের ধ্বংসের কারণ না হয়। আল্লাহর এই অমূল্য নে'মতগুলো যাতে তাঁর নাফরমানীতে ব্যবহার না হয়, সে ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং এই প্রযুক্তিকে আল্লাহর নির্দেশ মত ব্যবহারের উপযোগী করা আলেমদেরই দায়িত্ব।

আল্লাহ বলেন

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً -ً,

'আমি পৃথিবীর সবকিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে' (কাহফ ১৮/৭)

সোশ্যাল মিডিয়া একটি শক্তিশালী হাতিয়ার যা ভালো এবং মন্দ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যেতে পারে। আমাদের অবশ্যই সতর্কতার সাথে এটি ব্যবহার করতে হবে, সর্বদা আমাদের উদ্দেশ্য, কর্ম এবং এর সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। আমরা কন্টেন্ট তৈরি করি বা ব্যবহার করি, আমাদের অনলাইন আচরণকে সত্যবাদিতা, বিনয়, নম্রতা এবং আন্তরিকতার ইসলামিক নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করতে হবে। এটি করার

মাধ্যমে, আমরা সোশ্যাল মিডিয়াকে ভালোর প্রচার এবং আরও সহানুভূতিশীল, তথ্যবহুল এবং নীতিবান অনলাইন সম্প্রদায় গড়ে তোলার জন্য একটি ইতিবাচক শক্তিতে পরিণত করতে পারি।

সংক্ষেপে, ইসলামে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার মূল্যবান হতে পারে যদি এটি দায়িত্বশীলভাবে এবং ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়। এটি জ্ঞান ভাগাভাগি, সম্প্রদায় নির্মাণ এবং ইতিবাচক মূল্যবোধ প্রচারের সুযোগ দেয়। যাইহোক, মুসলমানদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, শালীনতা এবং গোপনীয়তা বজায় রাখা উচিত এবং নিশ্চিত করা উচিত যে তাদের সামাজিক মিডিয়া ব্যবহার ইসলামের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।প্রযুক্তিকে আমরা কোন কাজে ব্যবহার করছি সেটাই বিবেচ্য বিষয়। আমরা যদি প্রযুক্তিকে ইসলাম প্রচারের কাজে লাগাই তাহ'লে সব ধরনের প্রযুক্তিই কল্যাণের মাধ্যম হবে। আর যদি এই কথা বলে পিছিয়ে থাকি যে, এগুলো ব্যবহার করা হারাম। তাহ'লে এগুলোর সুফল থেকে জাতি বঞ্চিত হবে।

ইসলাম আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দিয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিষয়ে করণীয় বিষয়গুলো বাস্তবায়নে প্রয়োজন সবার সম্মিলিত সহযোগিতা। এ ব্যাপারে সাধ্যমতো চেষ্টা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

তাই আমাদের উচিত, সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারে ইসলামের নীতি অনুসরণ করা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই নীতিমালা মেনে চলার তৌফিক দিন এবং আমাদের কার্যক্রমকে ইহকাল ও পরকালের জন্য কল্যাণকর করে তুলুন।

আমিন।

[সংগৃহীত
(বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও আর্টিকেল থেকে)].